

# ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খন নীতিমালা ও কর্মসূচি

**Agricultural & Rural Credit Policy  
and Program for the FY 2025-2026**



**বাংলাদেশ ব্যাংক**

# ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি

Agricultural & Rural Credit Policy and Program for the FY 2025-2026



**বাংলাদেশ ব্যাংক**

(কৃষি ঋণ বিভাগ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

### প্রধান উপদেষ্টা

ড. আহসান এইচ মনসুর, গভর্নর

### উপদেষ্টাবৃন্দ

নূরুল নাহার, ডেপুটি গভর্নর  
রূপ রতন পাইন, নির্বাহী পরিচালক  
মোঃ আলী মাহমুদ, নির্বাহী পরিচালক  
দেবাশীয় সরকার, পরিচালক (এসিডি)

### সম্পাদনায়

ড. মোঃ আবু বক্র সিদ্দিক, অতিরিক্ত পরিচালক  
কে. সুরজিত, যুগ্মপরিচালক  
ড. মুহাম্মদ তাশফিক হক, যুগ্মপরিচালক  
রাশেদুল হক, যুগ্মপরিচালক  
এম. আর. এইচ. রাকি, সহকারী পরিচালক  
নাবিলা নাহিয়ান, সহকারী পরিচালক  
মোঃ রিফাত উল আলম, উপসহকারী পরিচালক

### কৃতিগতা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়  
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়  
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়  
রেশাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

### প্রচ্ছদ

ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক

### ডিস্ক্লেইমার

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত



# বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

## প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০  
বাংলাদেশ।

[www.bb.org.bd](http://www.bb.org.bd)

কৃষি ঋণ বিভাগ

২৮ শ্রাবণ ১৪৩২

তারিখ:-----

১২ আগস্ট ২০২৫

এসিডি সার্কুলার নং- ০১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ও  
বিআরডিবি।

প্রিয় মহোদয়,

**২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।**

**Agricultural & Rural Credit Policy and Program  
for the Fiscal Year 2025-2026**

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রদয়ন করা হয়েছে, যা এতদ্বারা সংযোজিত হলো।

উক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে স্ব-স্ব ব্যাংক ও  
প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় খাত/উপ-খাত ভিত্তিক সকল জেলাওয়ারি, শাখাওয়ারি ও প্রযোজ্য  
ক্ষেত্রে Microfinance Institutions (MFI) ভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত তথ্য ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখের  
মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

এ নীতিমালা ও কর্মসূচি ০১ জুলাই ২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

সংযোজনী: ১ থেকে ৯৪ পৃষ্ঠা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(দেৱাশীয় সরকার)  
পরিচালক (এসিডি)  
ফোন: ৯৩৫০১৩৮



## সূচিপত্র

সূচিপত্র	.....	v
নির্বাচী সার-সংক্ষেপ	.....	ix
List of Acronyms and Abbreviations:	.....	x
১। ভূমিকা	.....	১
১.১। বৈশিক কৃষি	.....	১
১.২। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	.....	২
১.৩। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন	.....	২
১.৪। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	.....	৩
১.৫। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি	.....	৮
২। কৃষি খণ্ডের সাধারণ নীতিমালা	.....	৫
২.১। কৃষি খণ্ড বিতরণ পদ্ধতি	.....	৫
২.১.১। খণ্ডহীতা সনাক্তকরণ	.....	৫
২.১.২। খণ্ডহীতার যোগ্যতা	.....	৫
২.১.৩। দলবদ্ধভাবে কৃষি খণ্ড বিতরণ	.....	৫
২.১.৪। আবেদন ফরম সহজীকরণ	.....	৫
২.১.৫। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তি স্বীকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	.....	৬
২.১.৬। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ	.....	৬
২.১.৭। কৃষি খণ্ডের সুদ হার	.....	৬
২.১.৮। কৃষি খণ্ডের প্রধান খাত/উপখাতসমূহ	.....	৬
২.১.৯। জামানত	.....	৭
২.১.১০। CIB রিপোর্টিং এবং অনুসন্ধান	.....	৭
২.১.১১। খণ্ড বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা	.....	৭
২.১.১২। কৃষি খণ্ড পাশ বই	.....	৭
২.১.১৩। তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ	.....	৭
২.১.১৪। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ	.....	৮
২.১.১৫। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন (Contract Farming) ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে খণ্ড বিতরণ	.....	৮
২.১.১৬। MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ	.....	১০
২.১.১৭। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার	.....	১১
২.১.১৮। কৃষি খণ্ড/বিনিয়োগে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ	.....	১১
২.১.১৯। কৃষকদের ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ	.....	১১
২.১.২০। কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় লোকবল নিয়োগ	.....	১২
২.১.২১। পৃথক কৃষি খণ্ড বিভাগ/সেল গঠন	.....	১২
২.১.২২। কৃষি খণ্ড সম্পর্কিত তথ্য প্রচার	.....	১২
২.১.২৩। অন্তর্সর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অঘাতিকার ভিত্তিতে খণ্ড বিতরণ	.....	১২
২.১.২৪। স্কুল ও প্রাথিক কৃষক এবং বর্গাচার্যদের অনুকূলে খণ্ড বিতরণ	.....	১২
২.১.২৫। সফল কৃষকদের অনুকূলে খণ্ড বিতরণ	.....	১৩
২.১.২৬। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের খণ্ড বিতরণ	.....	১৩
২.১.২৭। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অনুকূলে খণ্ড বিতরণ	.....	১৩
২.১.২৮। কৃষি খণ্ড ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	.....	১৩
২.২। বাংলাদেশ ব্যাংক একাইলাচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)	.....	১৩
২.৩। কৃষি ও পল্লী খণ্ড কার্যক্রম মনিটরিং	.....	১৪
২.৩.১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং	.....	১৪
২.৩.২। তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং	.....	১৫
২.৩.৩। কৃষি ও পল্লী খণ্ড সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর মাধ্যম/উপায়	.....	১৫
২.৩.৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' এর সহায়তা গ্রহণ	.....	১৫

২.৩.৫। জেলা কৃষি খণ্ড কমিটি কর্তৃক মনিটরিং.....	১৬
২.৪। কৃষি ও পল্লী খণ্ড আদায়.....	১৭
২.৪.১। কৃষি ও পল্লী খণ্ড আদায়ের গুরুত্ব.....	১৭
২.৪.২। কৃষি ও পল্লী খণ্ড আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা.....	১৭
২.৪.৩। কৃষি ও পল্লী খণ্ড আদায়ে বিশেষ ব্যবহৃত গ্রহণ.....	১৭
২.৪.৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি খণ্ড আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি.....	১৭
২.৫। কৃষি ও পল্লী খণ্ড সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা .....	১৮
২.৬। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ .....	১৮
২.৭। তথ্য বিবরণী সরবরাহ .....	১৮
২.৮। কৃষি ও পল্লী খণ্ড কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রগোদ্ধনা .....	১৯
২.৯। ব্যাংকসমূহের নিজস্ব কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন.....	১৯
২.১০। কৃষির উৎপাদন খাতে ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি .....	২০
২.১০.১। বাই-মুরাবাহা/মুয়াজ্জাল.....	২০
২.১০.২। বাই-সালাম .....	২০
২.১০.৩। হারার পারচেজ আভার শিরকাতুল মিক্র (এইচপিএসএম) .....	২০
৩। কৃষি খণ্ডের খাতওয়ারি নীতিমালা.....	২১
৩.১। শস্য ও ফসল খাতে কৃষি খণ্ড নীতিমালা .....	২১
৩.১.১। শস্য ও ফসল খাতে খণ্ড বিতরণ.....	২১
৩.১.২। খণ্ড নিয়মাচার ও খণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণ .....	২১
৩.১.৩। ফসল উৎপাদন পঞ্জীকা মোতাবেক যথাসময়ে খণ্ড বিতরণ.....	২১
৩.১.৪। মিশ্র ফসল/সাথি ফসল/রিলে চাষ .....	২১
৩.১.৫। শস্য বহুমুকীকরণ (Crop Diversification).....	২১
৩.১.৬। আবর্তনশীল শস্য খণ্ড বিতরণ সীমা ও পদ্ধতি .....	২১
৩.১.৭। উচ্চমূল্য ফসল (High value crops) খাতে খণ্ড বিতরণ.....	২২
৩.১.৮। টিস্যু কালাচার খাতে খণ্ড বিতরণ.....	২২
৩.১.৯। পাট চাষ খাতে খণ্ড বিতরণ .....	২২
৩.১.১০। ওয়েলপাম চাষে খণ্ড বিতরণ.....	২২
৩.১.১১। আম, লিচু ও পেয়ারা চাষে খণ্ড বিতরণ .....	২২
৩.১.১২। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে খণ্ড বিতরণ .....	২৩
৩.১.১৩। ঘৃতকুমারী (Aloe Vera) এবং লাকি ব্যাঘু চাষে খণ্ড বিতরণ .....	২৩
৩.১.১৪। ড্রাগন ফল চাষে খণ্ড বিতরণ .....	২৩
৩.১.১৫। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) খণ্ড বিতরণ .....	২৩
৩.১.১৬। ছাদকৃষিতে অর্থায়ন .....	২৩
৩.১.১৭। বিশেষ/অত্যাধিকার ফসলের জন্য রেয়াতি সুদ হারে খণ্ড বিতরণ .....	২৩
৩.১.১৮। পান চাষের জন্য খণ্ড বিতরণ .....	২৫
৩.১.১৯। মধু চাষের জন্য খণ্ড বিতরণ .....	২৫
৩.১.২০। মাশকুম চাষের জন্য খণ্ড বিতরণ .....	২৫
৩.১.২১। নেপিয়ার ঘাস চাষে খণ্ড বিতরণ .....	২৬
৩.১.২২। রেশম চাষে খণ্ড বিতরণ .....	২৬
৩.১.২৩। তুলা চাষে খণ্ড বিতরণ.....	২৬
৩.১.২৪। কাজু বাদাম চাষে খণ্ড বিতরণ .....	২৬
৩.১.২৫। রাখুটান চাষে খণ্ড বিতরণ .....	২৬
৩.১.২৬। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে খণ্ড বিতরণ .....	২৬
৩.২। মৎস্য খাতে কৃষি খণ্ড বিতরণ নীতিমালা .....	২৭
৩.২.১। মৎস্য চাষে খণ্ড বিতরণ.....	২৭
৩.২.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে খণ্ড বিতরণ .....	২৭

৩.২.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে মৎস্য চাষে খণ্ড বিতরণ	২৭
৩.২.৪। খাঁচায় মাছ চাষে খণ্ড বিতরণ	২৭
৩.২.৫। উপকূলীয় এ্যাকোয়া-কালচার খাতে খণ্ড বিতরণ	২৮
৩.২.৬। পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে খণ্ড বিতরণ	২৮
৩.২.৭। বায়োফ্লুক পদ্ধতিতে মাছ চাষে খণ্ড বিতরণ	২৮
৩.২.৮। কাঁকড়া, কুচিয়া, সিবাস (Seabass) ও অন্যান্য অপ্রচলিত মৎস্য চাষে খণ্ড বিতরণ	২৮
৩.২.৯। ভেনামি চিংড়ি চাষে খণ্ড বিতরণ	২৯
৩.২.১০। শুটকি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	২৯
৩.২.১১। মুক্তচাষে খণ্ড বিতরণ	২৯
৩.৩। আণিসম্পদ খাতে কৃষি খণ্ড বিতরণ নীতিমালা	২৯
৩.৩.১। আণিসম্পদ খাতে খণ্ড বিতরণ	২৯
৩.৩.২। গবাদি পশু	৩০
৩.৩.৩। পোলট্রি খাত	৩০
৩.৩.৪। টার্কিং পাথি পালনে খণ্ড বিতরণ	৩০
৩.৪। কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত	৩১
৩.৪.১। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে খণ্ড বিতরণ	৩১
৩.৪.২। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে খণ্ড বিতরণ	৩১
৩.৪.৩। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র দ্রব্যে খণ্ড বিতরণ	৩১
৩.৪.৪। কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার	৩১
৩.৪.৫। কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষি পণ্য পরিবহণ খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে খণ্ড বিতরণ	৩১
৩.৫। সময়িত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি খণ্ড নীতিমালা	৩২
৩.৬। পল্লী খণ্ড নীতিমালা	৩২
৩.৬.১। গ্রামীণ অর্থায়ন	৩২
৩.৬.২। তাঁত শিল্পে অর্থায়ন	৩৩
৩.৭। অন্যান্য	৩৩
৩.৭.১। রেয়াতি সুদ হারে লবণ চাষিদেরকে খণ্ড বিতরণ	৩৩
৩.৭.২। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে খণ্ড বিতরণ	৩৩
৩.৭.৩। শস্য-ফসল গুদাম/হিমাগার ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে খণ্ড বিতরণ	৩৩
৩.৭.৪। নার্সারি স্থাপনের জন্য খণ্ড বিতরণ	৩৪
৩.৮। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতৃত্বাচক প্রভাব মোকাবিলা	৩৪
৪। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প এবং পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিমসমূহ	৩৫
৪.১। ADB এর অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি ও গ্রামীণ সহায়ক কার্যক্রম	৩৫
৪.২। JICA এর অর্থায়নে পরিচালিত স্কুল ও প্রাক্তিক কৃষকদেরকে খণ্ড সহায়তা কর্মসূচি	৩৫
৪.৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি খাতে পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিমসমূহ	৩৬
৪.৩.১। ‘ঘরে ফেরা’ বিষয়ক ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম	৩৬
৪.৩.২। গম ও ভূট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম	৩৬
৪.৩.৩। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম	৩৬
৫। দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কৃষি খাতের গুরুত্ব: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	৩৭
পরিশিষ্ট-‘ক’: বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচি: খাত/উপক্রান্ত	৩৮
পরিশিষ্ট-‘খ’: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	৩৯
পরিশিষ্ট-‘গ’: কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) উৎপাদনের খণ্ড নিয়মাচার	৪০
পরিশিষ্ট-‘ঘ’: স্বল্পমেয়াদি কৃষি (ফসল) খণ্ড/বিনিয়োগের নমুনা আবেদনপত্র	৪১
পরিশিষ্ট-‘ঙ’: ফসল উৎপাদনের খণ্ড নিয়মাচার	৪৮
পরিশিষ্ট-‘চ’: ফসল উৎপাদনের পশ্চিকা ও খণ্ড পরিশোধসূচি: ১৪৩২-১৪৩৩ বাং/২০২৫-২০২৬ ইং	৫৪
পরিশিষ্ট-‘ছ’: ফসল উৎপাদনের খণ্ড নিয়মাচার: ১৪৩২-১৪৩৩ বাং/২০২৫-২০২৬ ইং	৬৪
পরিশিষ্ট-‘জ’: ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের খণ্ড নিয়মাচার: ১৪৩২-১৪৩৩ বাং/২০২৫-২০২৬ ইং	৭০

পরিশিষ্ট-‘বা’:	ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের পঞ্জিকা ও খণ্ড পরিশোধসূচি: ১৪৩২-১৪৩৩ বাঃ/২০২৫-২০২৬ ইং	৭২
পরিশিষ্ট-‘গ্র’:	নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনের খণ্ড নিয়মাচার.....	৭৪
পরিশিষ্ট -ট’:	এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের মাসিক বিবরণী .....	৭৪
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১:	ব্রায়লার মুরগি (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য খণ্ড নিয়মাচার .....	৭৫
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/২:	লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য খণ্ড নিয়মাচার (খাঁচা পদ্ধতিতে) .....	৭৬
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৩:	১০০০টি ভিত্তির পালনের (মেঝে পদ্ধতিতে) জন্য খণ্ড নিয়মাচার.....	৭৭
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৪:	১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য খণ্ড নিয়মাচার .....	৭৮
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৫:	১০০০টি টার্কি পাখি পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং খণ্ড নিয়মাচার .....	৭৯
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৬:	১০০০টি হাঁস (মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং খণ্ড নিয়মাচার .....	৮০
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৭:	৫০টি ভেড়া পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং খণ্ড নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য).....	৮১
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৮:	৫০টি ছাগল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং খণ্ড নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য).....	৮২
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৯:	২০টি গরু মোটাতাজাকরণের সম্ভাব্য খরচ এবং খণ্ড নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য).....	৮৩
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১০:	২০টি গাড়ী লালন পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং খণ্ড নিয়মাচার (৩ বছরের জন্য) .....	৮৪
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১১:	২০টি গয়াল/গাউর পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং খণ্ড নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য) .....	৮৫
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১২:	৫০টি গাড়ুল পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং খণ্ড নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য).....	৮৬
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১৩:	২০টি মহিষ লালন পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং খণ্ড নিয়মাচার (৩ বছরের জন্য) .....	৮৭
পরিশিষ্ট-‘ড’/১:	মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও খণ্ড নিয়মাচার:.....	৮৮
পরিশিষ্ট-‘ড’/২:	খাঁচায় মাছ চাষের পঞ্জিকা ও খণ্ড নিয়মাচার: .....	৮৯
পরিশিষ্ট-‘ড’/৩:	বাগদা চাষ এবং গলদা চাষ এর উৎপাদন পঞ্জিকা ও খণ্ড নিয়মাচার: .....	৯০
পরিশিষ্ট-‘ট’:	ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা উৎপাদনের খণ্ড নিয়মাচার: .....	৯০
পরিশিষ্ট-‘ণ’:	ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা উৎপাদনের পঞ্জিকা: .....	৯২
পরিশিষ্ট-‘ত’:	ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোনো একক ধারককে ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধৰ (অর্থবছর ভিত্তিক) কৃষি ও পল্লী খণ্ডের বিবরণী .....	৯৩
পরিশিষ্ট-‘থ’:	ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী খণ্ড/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় তথ্য বিবরণী .....	৯৪

## নির্ধারী সার-সংক্ষেপ

সম্প্রতি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলাসহ কৃষি খাত নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষ ও কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের খাদ্যশস্য উৎপাদন গত পাঁচ দশকে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের শ্রমশক্তির প্রায় এক চতুর্থাংশ কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অর্থনৈতিকে কৃষি খাতের অবদান অনেক বেশি। বৈশ্বিক মোট কৃষি উৎপাদন ও মোট শ্রমশক্তির সিংহভাগ এই অঞ্চল থেকে আসে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে কৃষি উৎপাদন এবং কৃষি খাণ বিতরণের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সামনের সারিতে রয়েছে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে কৃষি খাণ বিতরণ ও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো সুসংহত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খাণ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা ও কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলের জীবনমান উন্নয়নে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রৱণ, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এ উন্নিদিত কৃষি খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের জাতীয় কৃষিনীতিসহ কৃষি উন্নয়নে প্রণীত অন্যান্য নীতিমালাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর কৃষি ও কৃষক বান্ধব কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত খাণ প্রবাহের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ৩৯,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ২.৬৩% বেশি। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে নির্ধারিত ৩৮,০০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ৩৭,৩২৬.৫২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিতরণকৃত ৩৭,১৫৩.৯০ কোটি টাকা হতে ১৭২.৬২ কোটি টাকা বা ০.৪৬% বেশি। কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালার আওতায় ঘন্টা সুদ হারে পর্যাপ্ত খাণ বিতরণের লক্ষ্যে স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকসমূহকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% কৃষি ও পল্লী খাণ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং আবশ্যিকভাবে উক্ত লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য-ফসল খাতে, ১৩% মৎস্য খাতে, ২০% প্রাণিসম্পদ খাতে, ২% সোচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অবশিষ্ট ১০% কৃষি উৎপাদন এবং পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন ও সেবা খাতসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে খাণ বিতরণ করতে হবে।

সরকার কর্তৃক প্রণীত কৃষিবান্ধব নীতি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গত অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা ও কর্মসূচির প্রধান প্রধান বিষয় ঠিক রেখে এ নীতিমালায় বেশকিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে যেমন: নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খাণ খাতে যে কোনো পরিমাণের খাণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে CIB রিপোর্ট গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ও লক্ষ টাকা পর্যন্ত খানের ক্ষেত্রে চার্জ ডকুমেন্ট শিথিলকরণ, প্রাণিসম্পদ খাতে বরাদের হার ১৫% এর পরিবর্তে ২০% এবং নতুনভাবে সোচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে বরাদের হার ২% এ নির্ধারণ করা, অঞ্চলভিত্তিক ফসলের উৎপাদন কিংবা উৎপাদন সম্ভাব্যতা বিষয়ক তথ্যভাগের (যেমন: ক্রপ জোনিং সিস্টেম কিংবা খামারি অ্যাপসে সংরক্ষিত তথ্য) ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতা বৃদ্ধি, কতিপয় নতুন শস্য-ফসলের (খীরা, কচুর লতি, কঁঠাল, বিটকুট, কালোজিরা, বস্তায় মসলা জাতীয় ফসল চাষ, খেজুর গুড় উৎপাদন) খাণ নিয়মাচার অন্তর্ভুক্ত, মৎস্যসম্পদ খাতে ও প্রাণিসম্পদ খাতে খাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে নতুন উপর্যুক্ত সংযোজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নির্ধারিত কৃষি খাণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের নিমিত্ত কৃষি ও পল্লী খাণ কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতিমালার মধ্যে কৃষি খানের বিভিন্ন খাতওয়ারি যেমন: শস্য ও ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সোচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাত সম্পর্কিত নীতিমালা এবং নিয়মাচার সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের নিমিত্ত স্থানীয়ভাবে আমদানি নির্ভর ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করতে বিগত বছরগুলোর ন্যায় আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা এবং কর্মসূচি কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট যথাসময়ে চাহিদা মোতাবেক খাণ প্রবাহ পৌছাতে সহায়ক হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থায়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনেও এ নীতিমালা ও কর্মসূচি অঞ্চলী ভূমিকা রাখবে।

## **List of Acronyms and Abbreviations:**

AAOIFI	Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
ACD	Agricultural Credit Department
ADB	Asian Development Bank
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BRDB	Bangladesh Rural Development Board
CIB	Credit Information Bureau
CIPC	Customer Interest Protection Centres
CSR	Corporate Social Responsibility
DAE	Department of Agricultural Extension
DoF	Department of Fisheries
DP	Demand Promissory
IFSB	Islamic Financial Services Board
JICA	Japan International Cooperation Agency
MFI	Microfinance Institutions
MRA	Microcredit Regulatory Authority
NCDP	Northwest Crop Diversification Project
NGO	Non-Governmental Organization
SCDP	Second Crop Diversification Project
SDG	Sustainable Development Goal
SMAP	Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project

## ১। ভূমিকা

### ১.১। বৈশ্বিক কৃষি

একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের কৃষি খাত জলবায়ু ও পরিবেশগত বেশিকিছু বিবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। কৃষি খাতে শ্রমশক্তি ও চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমায়ে হ্রাস পেলেও বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযাত মোকাবেলা করে কৃষিপ্রধান দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষির উন্নয়ন একাধারে জনগণের পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অবদান রেখে চলেছে। সম্প্রতি উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদের মাধ্যমে বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও বিশ্ব অর্থনীতিতে কৃষির অবদান গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়। বর্তমানে বৈশ্বিক মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান ৪.১%। দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকান অঞ্চলের মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান ৮.১%। দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকান অঞ্চলের মোট শ্রমজীবীদের যথাক্রমে ১৬% ও ১৬.৯% যা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। পক্ষান্তরে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান মাত্র ১% হতে ২% যা এই অঞ্চলের দেশসমূহের শিল্পনির্ভর অর্থনীতির প্রাধান্যকে নির্দেশ করে। কৃষি খাতে বিশ্বে শ্রমশক্তির মোট ২৬% নিয়োজিত রয়েছে, যদিও এ ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকান অঞ্চলের মোট শ্রমজীবীদের যথাক্রমে ৪২% ও ৪৯% কৃষি খাতে জড়িত। পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ২৩%, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ক্ষেত্রে তা ১৩%। পক্ষান্তরে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার মাত্র ৭% এবং উত্তর আমেরিকার শ্রমশক্তির মাত্র ২% কৃষি খাতে জড়িত। গত তিন দশকে বিশ্বের কৃষি খাতে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ ৪৩% থেকে ২৬% এ হ্রাস পেয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে বিশ্বে মোট কৃষি উৎপাদন (শস্য ফসল) ছিল ৯.৯ বিলিয়ন টন যার ৩৮% দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে উৎপাদন হয়। বিশ্বের সামগ্রিক খাদ্য চাহিদা পূরণকল্পে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। গত এক দশকে বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধি প্রায় ২৮% হওয়া সত্ত্বেও মোট বিতরণকৃত খণ্ডের মধ্যে কৃষি খণ্ডের অংশ ২.৬২% হতে ২.৩০% এ হ্রাস পেয়েছে। বৈশ্বিক কৃষি খণ্ড বিতরণে গত এক দশকে এশিয়ার দেশসমূহের অংশ ৪৪% হতে ৫৫% এ উন্নীত হয়েছে, অপরদিকে ইউরোপের দেশসমূহের অংশ ৩২% থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২০% এ। এছাড়া সম্প্রতি কৃষি খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে ওশেনিয়া অঞ্চলের অবদান (১১%) উত্তর আমেরিকা (১০%) অঞ্চলকে ছাড়িয়ে গেছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনীতিতে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী এই অঞ্চলের মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান গত কয়েক দশক ধরেই নিম্নমুখী এবং উৎপাদন ও সেবা খাতের অংশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাংলাদেশও যার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অংশ ছিল ৫৯.৬%, যা ২০২৩ সালে ১১% এ এসে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল যথাক্রমে ১৬.০%, ২৩.৩%, ৮.৩% ও ২১.২%। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের জিডিপিতে কৃষির অবদান যথাক্রমে ৭.১%, ১২.৫%, ৯.৪%, ৮.৬% ও ১২.০%। দক্ষিণ এশিয়ার মোট জনসংখ্যার ৬৪% গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে যার একটি বড় অংশ সরাসরি কৃষি খাতে নিয়োজিত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির দিক থেকে নেপালের অবস্থান সবচেয়ে শীর্ষে যা প্রায় ৬১%। অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে ভারতের ৪৪% ও পাকিস্তানের ৩৬% শ্রমশক্তি কৃষির সাথে জড়িত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ভিয়েতনাম, কমোডিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মোট শ্রমশক্তির অন্তর্মান ৩০% কৃষি খাতে নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪% দক্ষিণ এশিয়াতে বসবাস করে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণকল্পে এই অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে কৃষি খণ্ডের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে চীন এবং ভারত এশিয়া তথ্য বিশ্বের সর্বোচ্চ কৃষি খণ্ড বিতরণকারী দেশ, ২০২৩ সালে যাদের কৃষি খণ্ড বিতরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭৬ ও ১৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী কৃষি খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান যা ২০২৩ সালে ছিল ৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কৃষিতে অধিক উন্নত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ যেমন: থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, কমোডিয়ার থেকে বাংলাদেশে বিতরণকৃত কৃষি খণ্ডের পরিমাণ বেশি। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কৃষি খণ্ড বিতরণ ও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো সুসংহত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

১। তথ্যসূত্র: বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক।

## ১.২। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশ বিশ্বে চাল উৎপাদনে তৃতীয়, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয়, ছাগল উৎপাদনে পঞ্চম, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, আলু উৎপাদনে সপ্তম এবং রসুন উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। সম্প্রতি চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক কৃষি প্রধান দেশকে পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৭৭%-৮০% এর মধ্যেই ধানের আবাদ হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৫০১.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৭.৩% বেশি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশে মোট কৃষিজ উৎপাদন প্রায় ৩.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক দশকেই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৯.৫১%। মৎস্য খাতে মোট উৎপাদন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে থাকা ৪১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫০.৮০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া দুধ ও মাংস উৎপাদন গত এক দশকে যথাক্রমে ২.১৫ গুণ এবং ১.৫৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ADB এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট জিডিপির ১.৬০% প্রাণিসম্পদ খাতের এবং ৩.৫২% মৎস্য খাতের অবদান। তবে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে, ফলে ক্রমাগতভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের জন্য মোট আবাদযোগ্য জমির ০.৩৬% হ্রাস পেয়েছে যার পরিমাণ ছিল ১.১২ লক্ষ একর। কৃষি স্বাত্ত্বাকীরণ, সোচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, শস্য বহুমুখীকরণ, উচ্চমূল্য ফসল চাষ এবং কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের কৃষি খাতে আধুনিকায়নের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভবপ্রয়োগ হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱোর প্রতিশ্নাল হিসাবানুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান ১০.৯৪%। শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কৃষি খাতের প্রোক্ষ অবদান রয়েছে। বার্ষিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২৪ (সাময়িক) অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমজীবীর ৪৬% প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এমনকি পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধ প্রভাব মোকাবেলায়ও কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করতে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের বিস্তৃত গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। দেশের টেকসই উন্নয়নে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত খণ্ড সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খণ্ড বিভাগ প্রতি অর্থবছর দেশের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে।

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অন্যতম SDG ১: দারিদ্র্য বিমোচন; SDG ২: ক্ষুধা নির্মূল, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষির প্রসার; SDG ৮: টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং মর্যাদাপূর্ণ কাজ; SDG ১০: আয়বৈষম্য হ্রাস; SDG ১২: টেকসই ভোগ ও উৎপাদনের ধারা গড়ে তোলা; SDG ১৩: জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং SDG ১৫: বন, মরুভূমি, ভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার। বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী কৃষক ও জনগণের অন্তর্সর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্ত এবং কৃষি বিপ্লবের বিকাশের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে [বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ১৪ ও ১৬]। সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ধারা ৭ অনুযায়ী মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ২৯ ধারার আওতায় কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতির উন্নয়নে চাহিদা মোতাবেক যথাসময়ে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত SDG এর উপরিউক্ত বিষয়, বাংলাদেশ সংবিধানের উপরিউক্ত দুটি ধারা, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর বর্ণিত ধারার সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর কৃষি ও কৃষক বাস্তব খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় খণ্ড বিতরণ করা হয়।

## ১.৩। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন

কৃষি খণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থায়নের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার, দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিকে উজ্জীবিত রাখার নিমিত্ত সদস্যসমাজ অর্থবছরে ৩৮,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। শস্য ও ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতসহ কৃষির অন্যান্য খাত/ উপখাত ও পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসাহী কর্মকাণ্ড এবং দারিদ্র্য বিমোচন খাতে এ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় খণ্ড বিতরণ করা হয়।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ০৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০২টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪২টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ০৮টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক মোট ৩৭,৩২৬.৫২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিভাগের লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.২৩%। খণ্ড

বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের তুলনায় ১৭২.৬২ কোটি টাকা (০.৮৬%) বেশি। এছাড়া BRDB কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১,৪২৭.৭৪ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শতভাগ খণ্ড বিতরণ করেছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ৩৮,১৯,৫৫১ জন কৃষক কৃষি ও পল্লী খণ্ড পেয়েছেন, যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও MFI লিংকেজের মাধ্যমে ১৮,০২,৭৩৭ জন নারী বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ১৪,২৩৫.০৭ কোটি টাকা খণ্ড পেয়েছেন। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি খণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি খণ্ড বিতরণ করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ১৯,৮০৫ টি প্রকাশ্য খণ্ড বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৩৩,৫৮১ জন কৃষকের মাঝে প্রায় ১,১০১.৯১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২৯,১৯,০৩৩ জন ক্ষুদ্র ও প্রাতিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ২৫,৯২৭.৬২ কোটি টাকা কৃষি খণ্ড পেয়েছেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চর, হাওর প্রভৃতি অন্যসর এলাকার ২,৫৫৮ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ১৮.৬১ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষকদের জন্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকসমূহে মাত্র ১০ টাকায় খোলা ১,০৪,১০,৪৫২টি ব্যাংক হিসাব চালু রয়েছে (মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত)। এসব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুক ছাড়াও কৃষি খণ্ড বিতরণ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

নির্দিষ্ট কিছু আমদানি বিকল্প ফসলে (যেমন: ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খণ্ড বিতরণ কার্যক্রমের ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই খাতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রায় ২৭৮.৪৮ কোটি টাকা খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে স্থানীয়ভাবে এসব ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাজারেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ খাতে বিতরণকৃত খণ্ডের পরিমাণ ছিল ২২৮.৩০ কোটি টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঢটি জেলায় প্রায় ২৬,৭১৯ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র ৫% সুদ হারে ১৬৩.৬৮ কোটি টাকা খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে।

#### ১.৪। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কৃষকবাদী ও দারিদ্র্য বিমোচনে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। দেশের কৃষিবাদী নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে গত অর্থবছরের নীতিমালা ও কর্মসূচি'র প্রধান প্রধান বিষয় ঠিক রেখে চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ৩৯,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'খ')। উল্লেখ্য, এ নীতিমালা ও কর্মসূচি'তে বেশকিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে যেমন: নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খণ্ড খাতে যে কোনো পরিমাণের খণ্ডের ক্ষেত্রে CIB রিপোর্ট এই হণ বাধ্যতামূলক করা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খণ্ডের ক্ষেত্রে চার্জ ডকুমেন্ট শিথিলকরণ, প্রাণিসম্পদ খাতে বরাদ্দের হার ১৫% এর পরিবর্তে ২০% এবং নতুনভাবে সোচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দের হার ২% এ নির্ধারণ করা, অঞ্চলভিত্তিক ফসলের উৎপাদন কিংবা উৎপাদন সম্ভাব্যতা বিষয়ক তথ্যভাগের (যেমন, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক উন্নত উন্নতিবিত ক্রপ জোনিং সিস্টেম কিংবা খামারি অ্যাপসে সংরক্ষিত নির্দিষ্ট ফসলের অঞ্চলভিত্তিক একের প্রতি উৎপাদনশীলতার তথ্য) ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতা বৃদ্ধি, কতিপয় নতুন শস্য ও ফসলের (খিরা, কচুর লতি, কাঁঠাল, বিটকুট, কালোজিরা, বন্ধায় মসলা জাতীয় ফসল চাষ, খেজুর গুড় উৎপাদন) খণ্ড নিয়মাচার অন্তর্ভুক্তি, মৎস্যসম্পদ খাতে ও প্রাণিসম্পদ খাতে খণ্ড বিতরণের উদ্দেশ্যে নতুন উপর্যুক্ত সংযোজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ কার্যক্রমে ব্যাংকসমূহের করণীয় সম্পর্কে এ নীতিমালায় বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। নীতিমালাটি কৃষির কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের অনুকূলে খণ্ডপ্রবাহ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রত্যাশিত অবদান রাখবে।

মূল্যফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চলতি অর্থবছরের নতুন মুদ্রানীতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষির অগ্রাধিকার খাতে বিশেষ করে আমদানি বিকল্প শস্য খাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে খণ্ড বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ফলে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। দেশের শিল্প কারখানা প্রসারের কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও উন্নত কৃষি প্রযুক্তির উন্নত উন্নতিবিত এবং এর সম্বন্ধের বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত কৃষি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কৃষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের কৃষি পণ্য উৎপাদনে ধারাবাহিক বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে যা মূল্যফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে চা, পাট, হিমায়িত মাছ, সবজি, ফল ইত্যাদি কৃষি পণ্য রঞ্জনি করা সম্ভব হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকভাবে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা

ও কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি খাতের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক হবে।

#### ১.৫। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি

কৃষি ও পল্লী খণ্ডের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনাতে এবং বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট খণ্ড ও অধিমের প্রায় ২.৫০% হারে হিসাবায়ন করে চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৯,০০০ (উনচালিশ হাজার) কোটি টাকা (পরিশিষ্ট ‘খ’) নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ পরিমাণ প্রায় ২.৬৩% বেশি। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করে ব্যাংকসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিখাতে খণ্ড বিতরণ করতে হবে। ব্যাংকসমূহের লক্ষ্যমাত্রার বাইরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এবং BRDB তাদের নিজস্ব অর্থায়নে যথাক্রমে ২৫ কোটি ও ১,৫৩৭.৪৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্ক (শাখা, উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, দলবদ্ধ খণ্ড বিতরণ) এবং ব্যাংক-MFI লিংকেজ ব্যবহার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণকৃত খণ্ডের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% হতে হবে।

কৃষিকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ খাতকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। বিদ্যমান বৈশ্বিক সঙ্কট এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলমান অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে কৃষি ফসলের আমদানি নির্ভরতা হাস করার লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে খণ্ড বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ উদ্যোগ চলমান রয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আয়ুনিকায়ন এবং কৃষি প্রযুক্তি খাতে পর্যাপ্ত খণ্ড প্রবাহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশের প্রাক্তিক ও স্ফুর্দ্র কৃষক এবং বর্গাচার্যদের নিকট বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় এ সকল কৃষকের নিকট প্রয়োজনীয় খণ্ড পৌছে দেওয়ার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সচেষ্ট রয়েছে। ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে স্বল্পসুদে, যথাসময়ে, স্বচ্ছপ্রক্রিয়ায় ও হয়রানিমুক্ত খণ্ড বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যাংকিং আর্থিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের পল্লী শাখার সংখ্যা নীতিগতভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত মোট শাখার অন্যূন ৫০% নির্ধারণ করা হয়েছে। যে সকল এলাকায় ব্যাংকের কোনো শাখা নেই, সে সকল এলাকায় ব্যাংকের উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ করা হচ্ছে।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় প্রধানত কৃষির উৎপাদন খাত/উপখাতে খণ্ড বিতরণ করতে হবে। খণ্ড বিতরণের সাথে জড়িত ব্যাংক, MFI/NGO, কৃষক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে কৃষি খণ্ডের সাধারণ নীতিমালা, কৃষির খাত/উপখাতের বিশেষ নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত কৃষি খণ্ডের বিভিন্ন প্রকল্প এবং পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিমের জন্য পরিপালনায় নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে যা এই বইয়ের পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচিটি ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহের জন্যও পরিপালনায় বিধায় উভ্য ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে নীতিমালায় উল্লিখিত ‘খণ্ড’ ও ‘সুদ’ যথাক্রমে ‘বিনিয়োগ’ ও ‘মুনাফা’ মর্মে গণ্য হবে।

## ২। কৃষি খাগের সাধারণ নীতিমালা

### ২.১। কৃষি খাণ বিতরণ পদ্ধতি

#### ২.১.১। খণ্ডহীতা সনাক্তকরণ

কৃষি খণ্ডহীতাকে অবশ্যই কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রকৃত কৃষক হতে হবে। খাণ আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের বিপরীতে ১০ টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাবধারী কৃষকদের খাণ বিতরণের ফেন্টে শুধুমাত্র পাশ বইয়ের ভিত্তিতেই প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার অথবা স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক অথবা কলেজের অধ্যক্ষ/শিক্ষক অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তির প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতেও প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে।

কৃষি খাণ বিতরণের পরিধি একই কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন কৃষককে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাণ প্রদান করতে হবে। যৌক্তিক বিবেচনায় একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণ করা যাবে। [এসিডি সার্কুলার লেটার নং-১; তারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২৩]

#### ২.১.২। খণ্ডহীতার যোগ্যতা

কৃষি কাজে নিয়োজিত প্রকৃত কৃষক কৃষি খাগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এছাড়া, পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িতরাও সংশ্লিষ্ট থাতে কৃষি ও পল্লী খাণ সুবিধা পেতে পারেন। শুন্দি, প্রাণিক ও ভূমিহীন কৃষক, বর্গাচার্য এবং অন্যান্য কৃষকদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/দলবদ্ধভাবে কৃষি খাণ প্রদান করা যাবে। তবে, খেলাপি খণ্ডহীতা কৃষি খাণ প্রাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

#### ২.১.৩। দলবদ্ধভাবে কৃষি খাণ বিতরণ

এ নীতিমালার আওতায় শস্য-ফসল খাগের জন্য দলবদ্ধভাবে কৃষি খাণ বিতরণ করা যাবে। এ ফেন্টে ব্যাংক কৃষকদের এলাকা ও আবাদযোগ্য জমি পরিদর্শন করে ৫ থেকে ১৫ জন কৃষকের একটি দল গঠন করবে। তবে, কৃষকদের এরূপ দল ইতোমধ্যে বিদ্যমান থাকলে ব্যাংক প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে দল নির্বাচন করতে পারবে। দলের সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে ব্যাংক একজন দলনেতা এবং একজন উপ-দলনেতা নির্বাচন করবে। কৃষকদলের সকল সদস্য পৃথকভাবে ব্যাংকের নির্দিষ্ট খাণ আবেদনপত্র (পরিশিষ্ট ‘ঘ’) মোতাবেক শস্য-ফসল খাগের জন্য আবেদন করবেন। উপ-দলনেতা এবং অন্যান্য সদস্যদের খাণ আবেদনপত্রে জামিনদার হিসেবে দলনেতা এবং দলনেতার খাণ আবেদনপত্রে জামিনদার হিসেবে উপ-দলনেতা স্বাক্ষর করবেন। কৃষকদের অনুকূলে খাণ বিতরণের ফেন্টে হচ্চ গ্যারান্টি হিসেবে নন-ভূতিশিয়াল স্ট্যাম্পে (সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা) কৃষক দলের সকল সদস্যের স্বাক্ষর নেওয়া যাবে। যে সকল কৃষকের ব্যাংক হিসাব নেই তাদের ১০ টাকার সঞ্চয়ী হিসাব খুলে উক্ত হিসাবে খাণ বিতরণ করা যাবে। এ ফেন্টে এ নীতিমালা ও কর্মসূচি'তে উল্লিখিত খাণ নিয়মাচারণ ও একর প্রতি খাণ সীমা অনুসরণ করে খাণ বিতরণ করতে হবে। জামানত গ্রহণের বিষয়ে নীতিমালার ২.১.৯ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করতে হবে। দলের কোনো সদস্য খাণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে দলের অন্যান্য সদস্য হতে উক্ত খাণ আদায়/সমবয় করা যাবে। কৃষকদের দল গঠন/নির্বাচন, কৃষি খাগের আবেদনপত্র গ্রহণ, খাণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম যথাসূচিত মাঠ পর্যায়ে/কৃষক দলের এলাকায় সম্পর্ক করতে হবে। এ নীতিমালার আওতায় পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে খাণ প্রদানের ফেন্টে দলগত/ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া দলের সদস্যদের ব্যাংকে সঞ্চয়ে উদ্বৃদ্ধ করতে হবে।

উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কৃষক সংগঠনের সদস্যদের অনুকূলেও কৃষি খাণ বিতরণ করা যাবে।

#### ২.১.৪। আবেদন ফরম সহজীকরণ

কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করার জন্য কৃষি খাগের আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফরম পূরণের সময়, ফরমে যাচিত তথ্যের ব্যবহার ও উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ব্যাংক ও-উদ্যোগে কৃষি খাগের আবেদন ফরম সহজ করবে। আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয়, সে জন্য আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই থাহককে এতদ্সংক্রান্ত সকল প্রকার পরামর্শ প্রদান করতে হবে। সহায়ক তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য থাহককে জানাতে হবে।

খাগের আবেদন সহজ করার জন্য আবেদন ফরমের একটি নমুনা ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য নমুনা ফরমটি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে কৃষি খাগের একটি নমুনা আবেদনপত্র (পরিশিষ্ট 'ঘ') সংযোজিত হলো। উক্ত নমুনা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক কৃষি খাগের আবেদনপত্র প্রস্তুত করবে।

#### ২.১.৫। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তি দ্বাকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা নির্ধারিত খাণ নিয়মাচার অনুযায়ী খাণ আবেদনকারীর বাস্তরিক প্রয়োজনীয় শস্য খাণ ও এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য খাণ এককালীন মঞ্চের করবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফসলের মৌসুম শুরুর অন্তত ১৫ (পনের) দিন পূর্বে খাণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা কৃষকদের ফসল উৎপাদনের বাস্তরিক পরিকল্পনাসহ আবেদন গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে কৃষকদের বাস্তরিক উৎপাদন পরিকল্পনায় যৌক্তিক পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে। গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রাপ্তিদ্বাকার করতে হবে। খাণ আবেদন সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। কোনো আবেদনপত্র বাতিল হলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ইন্টারনাল অডিট টিমের যাচাইয়ের জন্য আবেদনপত্রটি একটা ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। সময়মত খাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত খাণ মঞ্চের ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

#### ২.১.৬। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ

কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০ টাকা জমা নিয়ে কৃষকের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে। এ ধরণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২.১.১৯ এ উল্লিখিত শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে। অঞ্চাধিকার খাত হিসেবে গ্রাহক পর্যায়ে স্বল্পসুন্দে খাণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সকল প্রকার কৃষি ও পল্লী খাণের নির্ধারিত সুদ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার চার্জ, প্রসেসিং/মনিটরিং ফি ইত্যাদি (যে নামেই অভিহিত করা হোক) ধার্য করা যাবে না। এছাড়া, ক্ষুদ্রখাণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক-MFI লিংকেজে/পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণের ক্ষেত্রে MRA কর্তৃক নির্ধারিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোনো ফি/চার্জ ধার্য করা যাবে না।

শস্য-ফসল খাণের সুদ পাঁচ (৫) একর পর্যন্ত জমি চাষাবাদের জন্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাণের সুদ পাঁচ টাকা এবং পল্লী খাণের সুদ পাঁচ টাকা এবং পল্লী খাণের সুদ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার চার্জ, প্রসেসিং/মনিটরিং ফি ইত্যাদি (যে নামেই অভিহিত করা হোক) ধার্য করা যাবে না। এছাড়া, ক্ষুদ্রখাণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক-MFI লিংকেজে/পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণের সুদ পাঁচ (৫) একর পর্যন্ত জমি চাষাবাদের জন্য করতে পারবে না:

- DP মোট (১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার স্ট্যাম্প/সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক)
- লেটার অব হাইপোথিকেশন (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)
- লেটার অব গ্যারান্টি ব্যক্তিগত (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)

#### ২.১.৭। কৃষি খাণের সুদ হার

কৃষি ও পল্লী খাণের খাত/উপখাতে খাণের সুদ হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করবে। তবে সুদ হারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। ব্যাংক সরাসরি কৃষককে খাণ বিতরণ করলে গ্রাহক পর্যায়ে এবং MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে খাণ বিতরণ করলে MFI/NGO পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদ হারের বেশি হবে না। কৃষি খাণের ক্ষেত্রে সরল সুদ হার আরোপ করতে হবে। কৃষক/প্রতিষ্ঠানিক গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য কৃষি ও পল্লী খাণের খাত/উপখাতভিত্তিক সুদ হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ অন্তিক্রিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। ব্যাংক-MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত খাণের ক্ষেত্রে MFI/NGO কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে ক্রমহাসমান পদ্ধতিতে নমনীয় সুদ হার প্রয়োগ করতে হবে।

#### ২.১.৮। কৃষি খাণের প্রধান খাত/উপখাতসমূহ

কৃষি খাণ বিতরণে শস্য-ফসল, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ-এই ৪টি খাতকে অঞ্চাধিকার দিতে হবে। ব্যাংকের বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য-ফসল খাণে, ২% সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাণে, ১৩% মৎস্য খাণে, ২০% প্রাণিসম্পদ খাণে এবং অবশিষ্ট ১০% কৃষি উৎপাদন এবং পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন ও সেবা খাতসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে খাণ বিতরণ করতে হবে। পরিশিষ্ট 'ক' তে উল্লিখিত কৃষি খাত/উপখাতে স্বল্পমেয়াদি ও মেয়াদি কৃষি খাণ বিতরণ করা যাবে। তবে, কৃষিভিত্তিক কোনো শিল্পখাতে বিতরণকৃত খাণ এই নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতাভুক্ত কৃষি ও পল্লী খাণ বলে গণ্য হবে না। এছাড়া, জমি ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত খাণ/বিনিয়োগ কৃষি ও পল্লী খাণ/বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে না।

## ২.১.৯। জামানত

শস্য-ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ খণ্ডা (৫ একর) জমি চাষাবাদের জন্য পরিশিষ্ট ‘গ’ এ বর্ণিত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি খণ্ড বিতরণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শস্য-ফসল দায়বদ্ধকরণের (Crops Hypothecation) বিপরীতে খণ্ড প্রদান করা যাবে। উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদায়তন জমিতে চাষাবাদের জন্য কৃষি খণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজেদের খণ্ড নিয়মাচার ও প্রচলিত শর্তানুযায়ী খণ্ড আবেদন বিবেচনা করতে পারবে এবং কৃষি খণ্ড মঞ্চুরির ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান জামানত গ্রহণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। এয়াড়া, পল্লী অঞ্চলে আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন খণ্ড বিতরণ করা যাবে।

## ২.১.১০। CIB রিপোর্টিং এবং অনুসন্ধান

এসিডি সার্কুলার লেটার-০২, তারিখ: ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ মোতাবেক যে কোনো অংকের বকেয়া খণ্ডের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের CIB তে রিপোর্ট করতে হবে। কৃষি ও পল্লী খণ্ডের (MFI লিংকেজ ব্যৱীত) আওতাভুক্ত সকল খাতে যে কোনো পরিমাণের নতুন খণ্ড মঞ্চুরি বা বিদ্যমান খণ্ড নবায়নের জন্য CIB রিপোর্ট যাচাই করতে হবে (এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০১, তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২৫)। দলবদ্ধভাবে বিতরণকৃত কৃষি খণ্ডের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের খণ্ড হিসাবের তথ্য CIB তে রিপোর্ট করতে হবে। কোন খেলাপি খণ্ডহীতা যাতে কৃষি খণ্ড না পান সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই নিশ্চিত হতে হবে। কৃষি ও পল্লী খণ্ডের আওতাভুক্ত শস্য-ফসল খাতসহ অন্যান্য সকল খাতে (প্রাণিসম্পদ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও সোচ যন্ত্রপাতি, গ্রামীণ অর্থায়ন ও অন্যান্য) সর্বোচ্চ ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নতুন খণ্ড আবেদন বা বিদ্যমান খণ্ড নবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট খণ্ডহীতা, সহ-খণ্ডহীতা, জামিনদার এর প্রস্ততকৃত CIB রিপোর্টের ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য সার্টিস চার্জ মওকুফ করা হয়েছে (সিআইবি সার্কুলার লেটার নং-০২, তারিখ: ০৫ মে ২০২৫)।

## ২.১.১১। খণ্ড বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা

‘লিড ব্যাংক’ পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে ফসলসহ কৃষির বিভিন্ন খাতে খণ্ড প্রদান করবে। তবে অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের কোনো আঘাতী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপ্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে খণ্ড প্রদান করা যাবে। এজন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাংক শাখাসমূহের মধ্যে খণ্ডহীতাদের তালিকা বিনিময় করতে হবে। বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় লিড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় যে ইউনিয়ন যে ব্যাংক শাখার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সেই ব্যাংক শাখা হতে অনাপ্তিপত্র নিয়ে উক্ত এলাকায় বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ করবে। ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী খণ্ডের তথ্য CIB রিপোর্ট এর মাধ্যমে যাচাই করতে পারে।

## ২.১.১২। কৃষি খণ্ড পাশ বই

এ নীতিমালার আওতায় কৃষি খণ্ড বিতরণের জন্য কৃষকদের ব্যাংক হিসাবের ‘পাশ বই’ থাকা আবশ্যিক এবং এতদ্সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নতুন খণ্ডহীতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ বই ইস্যুর মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ করতে হবে। তবে খণ্ড বিতরণ/বিদ্যমান খণ্ড নবায়নের জন্য গ্রাহকের লেনদেনের পরিমাণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাশ বইয়ের বিকল্প হিসেবে গ্রাহকের হিসাব বিবরণী গ্রহণ করা যাবে।

## ২.১.১৩। তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ

চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। তবে যে সকল ব্যাংকের শহর ও গ্রামীণ শাখার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি তাদের শাখার সংখ্যার অনুপাতে এবং সক্ষমতা ভিত্তিতে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে খণ্ড বিতরণের হার বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যে সকল বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষি খণ্ডের শতভাগ বিতরণ করতে পারবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সে সকল ব্যাংককে প্রশংসাপত্র (Letter of Appreciation) প্রদান করা যেতে পারে।

### ২.১.১৪। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ

যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রয়েছে, সে সকল ব্যাংক কৃষি খণ্ড বিতরণের বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে, ব্যাংকসমূহকে নিম্নরূপ শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে:

- ক) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে এজেন্ট ব্যাংকিং এর অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাংকসমূহ এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে এজেন্ট বুথের মাধ্যমে খণ্ডের আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাচাইকরণ, খণ্ড বিতরণ এবং খণ্ডের কিন্তি আদায় করা যাবে। তবে খণ্ডের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, চূড়ান্ত মন্ত্রীর এবং প্রয়োজনীয় তদারকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সম্মত করতে হবে।
- খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতাভুক্ত কৃষির সকল খাত/উপখাতে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি খণ্ড বিতরণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য ও ফসল খাতে খণ্ড বিতরণের বিষয়ে ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে।
- গ) এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতি অর্থবছরের শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচি'তে উল্লিখিত খণ্ড নিয়মাচার এবং অন্যান্য নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।
- ঘ) এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে এ নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত সুদ হারের অতিরিক্ত চার্জ ধার্য করতে পারবে না। খণ্ড বিতরণে বাস্তরিক ভিত্তিতে অথবা খণ্ডের মেয়াদান্তে (খণ্ডের মেয়াদ অধিক ১ বছর হলে) এবং কিন্তিতে আদায়ে ক্রমহাসমান হার পদ্ধতিতে সুদারোপ করবে।
- ঙ) ব্যাংক এজেন্টের কমিশন বা সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) সর্বোচ্চ ০.৫০% আদায় করে এজেন্টের একাউন্টে প্রদান করতে পারবে। উক্ত সার্ভিস চার্জ ব্যতীত অন্য কোনোরূপ ফি/চার্জ (যে কোনো নামেই হোক) গ্রাহকদের নিকট হতে আদায় করা যাবে না। এজেন্ট কোনোক্রমেই সরাসরি গ্রাহকের নিকট থেকে কোনো চার্জ/ফি/কমিশন আদায় করতে পারবে না। এ পদ্ধতিতে ব্যাংকের পক্ষে এজেন্ট কর্তৃক খণ্ড বিতরণ সংক্রান্ত কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বিধায় খণ্ডের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফার কিছু অংশ ব্যাংক এজেন্টের সাথে শেয়ার করতে পারে।
- চ) গ্রাহকের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট এজেন্ট ও ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদামতো তা বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রেরণ করতে হবে।
- ছ) এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী খণ্ডের মাসিক বিবরণী (পরিশিষ্ট 'ট' অনুযায়ী) পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খণ্ড বিভাগে দাখিল করতে হবে।
- জ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনানুযায়ী এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণকৃত খণ্ডের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবে।
- ব) ব্যাংক নিজেই এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত খণ্ডের সম্বন্ধবহার নিশ্চিত করবে এবং কৃষক পর্যায়ে খণ্ডের সম্বন্ধবহার নিশ্চিত হওয়ার পরই তা কৃষি ও পল্লী খণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে।

### ২.১.১৫। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন (Contract Farming) ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে খণ্ড বিতরণ

শস্য ও ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ, কৃষিজাত পদ্ধের রঙানি বৃদ্ধি এবং ভোকার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে কিছু কিছু শস্য, ফুল, ফল ও ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে Contract Farming ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যথা: সার, বীজ, কাটনাশক, নগদ অর্থ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বাজারমূল্য পর্যালোচনা করে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হতে সহজে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকায় কৃষকগণ এ পদ্ধতিতে খণ্ড গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে Contract Farming এর মাধ্যমে খণ্ড মন্ত্রীর পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে আবশ্যিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয় পরিপালন করতে হবে:

#### ২.১.১৫.১। চুক্তিতে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকবে

Contract Farming পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান/ক্রেতার সাথে প্রকৃত কৃষকের একক/দলগত একটি বৈধ চুক্তি (৩০০ টাকার নন-জুড়িশিয়াল স্ট্যাম্পে) সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে:

- ক) চুক্তিটি অবশ্যই ফসল উৎপাদনের পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে। দলগত চুক্তি সম্পাদনকালে একই ধরনের ফসলের উৎপাদনকারী কৃষকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ একই চুক্তির আওতায় একাধিক ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের সাথে চুক্তি করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদকাল, জমির পরিমাণ, জমির তফসিল, উৎপাদিত ফসলের বিবরণ ও এর গুণগতমান, জমির

চাষাবাদ পদ্ধতি, সরবরাহ ব্যবস্থা, ফসলের মূল্য ও তা পরিশোধের পদ্ধতি, বীমা ব্যবস্থা (শস্য বীমা যদি থাকে) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।

- খ) Contract Farming চুক্তিতে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকের নামে কৃষি খণ্ড প্রদান করা হলে খণ্ডের পরিমাণ (দলগত হলে দলনেতার অধীন থাকা কৃষকদের প্রদত্ত মোট খণ্ডের পরিমাণ), খণ্ডের সুদ হার, সমন্বয় পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষি উপকরণ (যেমন-বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের নাম, পরিমাণ, মূল্য এবং কিভাবে খণ্ড পরিশোধের সাথে কৃষি উপকরণের মূল্য সমন্বয় করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।
- গ) চুক্তির আওতায় উৎপাদিত ফসলের গুণাগুণ নিম্নমানের হলে এর বিক্রয়মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে, কৃষক উক্ত ফসল তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করতে পারবে কিনা; ইহা তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করলে কৃষকের অনুকূলে প্রদত্ত খণ্ড ও উপকরণ সহায়তার মূল্য কিভাবে সমন্বয় করা হবে ইত্যাদি বিষয় চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- ঘ) কৃষি খণ্ড ও উপকরণ সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য সহায়তা যেমন: প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হলে তা বিনামূল্যে কিনা অথবা মূল্য নির্ধারণ করা হলে তার পরিমাণ চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে।
- ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ অথবা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কৃষকের অনুকূলে নির্দিষ্ট শর্ত উল্লেখ করতে হবে।

#### ২.১.১৫.২। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা

- ক) রেজিস্ট্রার অব জেনের্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস কর্তৃক রেজিস্ট্রির কোম্পানি হতে হবে।
- খ) কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্ক হতে হবে।
- গ) মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সঙ্গে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

#### ২.১.১৫.৩। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন পদ্ধতির অন্যান্য শর্তসমূহ

- ক) কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নামে খণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের সাথে সম্পাদিত একক/দলগত চুক্তির একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে এবং এ ধরনের প্রতিটি খণ্ড প্রদানের পূর্বে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি/অনাপ্তিপ্রাপ্ত গ্রহণ করতে হবে।
- খ) চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনের আওতায় কৃষকের সাথে দলগত চুক্তি সম্পাদন করলে সকল কৃষকের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খণ্ড বিভাগে সরবরাহ করতে হবে। তালিকায় কৃষকের নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও মোবাইল নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। এয়াড়া, এ পদ্ধতির আওতায় প্রদত্ত খণ্ডসমূহের বিস্তারিত বিবরণী ব্যাংকসমূহ নির্ধারিত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ বিভাগে প্রেরণ করবে।
- গ) এ পদ্ধতির আওতায় প্রদত্ত খণ্ডের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে প্রকৃত সুদ হার (reducing balance পদ্ধতিতে) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি খণ্ডের জন্য নির্ধারিত সুদ হারের বেশি হবে না এবং উক্ত সুদ হারের অতিরিক্ত কোনো ফি/চার্জ আরোপ করা যাবে না।
- ঘ) উপকারভোগী কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদামতো তা অর্থায়নকারী ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে।
- ঙ) এ পদ্ধতির আওতায় কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালায় উল্লিখিত ফসলসমূহের খণ্ড নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক খণ্ড প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফসল চাষে একর প্রতি খণ্ডসীমা অনুসরণ করতে হবে।
- চ) Contract Farming এর আওতায় কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালায় উল্লিখিত ফসল খণ্ড, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উপর্যাতসমূহে (পরিশিষ্ট 'ক') খণ্ড প্রদান করা যাবে।

উল্লেখ্য, Contract Farming এর আওতায় প্রদত্ত খণ্ডসমূহের সম্বন্ধে যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া ব্যাংকসমূহ নিজেরাও খণ্ড বিতরণের পর সরেজমিন পরিদর্শন পরিচালনা করে প্রতিবেদনের একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করবে। উক্ত প্রতিবেদনে পরিদর্শনকৃত সকল কৃষকের নামের তালিকা, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, জমির পরিমাণ, কৃষকের খণ্ডের পরিমাণ, কৃষকের নামে উপকরণ সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষক ও কৃষি উপকরণের তথ্যাদি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে এবং কৃষকগণ চুক্তি অনুযায়ী সার্বিক সহায়তা না পেলে উক্ত খণ্ড কৃষি খণ্ড হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

## ২.১.১৬। MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ

বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে যাদের গ্রামীণ শাখা অপ্রতুল, তারা MRA কর্তৃক অনুমোদিত MFI এর সাথে অংশীদারিত্বের (ব্যাংক-MFI/NGO লিংকেজ) ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ করতে পারে। তবে যে সকল রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের ৫০০ এর অধিক শাখা রয়েছে, সে সকল ব্যাংক MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ করতে পারবে না। MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

- ক) MRA কর্তৃক অনুমোদিত MFI/NGO এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণকারী ব্যাংককেই গ্রাহক পর্যায়ে খণ্ড পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে MFI/NGO এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণকারী বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে এ রীতি প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের সাথে ব্যাংক এবং MFI/NGO এর সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং ব্যাংককেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে।
- খ) MFI/NGO এর নিকট হতে খণ্ডের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে খণ্ডের সম্ভাব্য আকার এবং খণ্ডহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, খণ্ডের ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদ হার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক একটি সুনির্দিষ্ট খণ্ড প্রস্তাবনার ভিত্তিতে ব্যাংক অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং ব্যাংকের মঙ্গুরিপত্র/চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।
- গ) MFI/NGO এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় ২.১.১৬ (খ) অনুচ্ছেদে তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট দাখিল করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থ প্রক্রিয়া কৃষির উৎপাদন এবং পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী খাতে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে।
- ঘ) ব্যাংক কর্তৃক MFI/NGO কে অর্থ ছাড়ের পর কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ হবার পরই তা ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবেচিত হবে।
- ঙ) কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য ও ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে যে নির্দেশনা রয়েছে তা অর্জনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে MFI/NGO এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণকারী ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে MFI/NGO কে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে খণ্ড বিতরণের পাশাপাশি শস্য ও ফসল খাতেও খণ্ড বিতরণে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- চ) MFI/NGO একই সাথে একাধিক ব্যাংক হতে খণ্ড গ্রহণ করলে ব্যাংকসমূহ খণ্ডহীতাদের উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রামভিত্তিক কৃষকদের তালিকা বিনিময় করতে পারে। পরিদর্শনকালে ব্যাংক তাদের বিতরণকৃত খণ্ডের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। MFI/NGO লিংকেজের আওতায় খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে খণ্ডের overlapping রোধকল্পে এবং খণ্ডের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে MFI/NGO নির্বাচনে ব্যাংকসমূহকে সতর্ক হতে হবে।
- ছ) অংশীদার ব্যাংক কর্তৃক MFI/NGO কে কৃষি খণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে MFI/NGO পর্যায়ে সুদ হারের সর্বোচ্চ সীমা ২.১.৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ও MFI/NGO সমূহের জন্য ব্যাংক হতে গৃহীত কৃষি খণ্ড গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের ক্ষেত্রে সুদ হারের সীমা ও অন্যান্য নীতিমালা MRA কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
- জ) ব্যাংক-MFI/NGO লিংকেজের আওতায় MFI কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে খণ্ড বিতরণ সম্পর্ক হওয়ার পর অর্থায়নকারী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট MFI/NGO কর্তৃক বিতরণকৃত সকল খণ্ডহীতার তথ্য ও দলিলাদির সঠিকতা যাচাই করবে এবং খণ্ডহীতাদের মধ্য হতে ন্যূনতম ১% হতে ২% গ্রাহকদের অনুকূলে বিতরণকৃত খণ্ডসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রমের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে। একাধিক MFI/NGO এর জন্য পৃথকভাবে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করতে হবে।
- ঝ) MFI/NGO লিংকেজের আওতায় বিতরণকৃত খণ্ড সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকরত পরিদর্শন প্রতিবেদন কৃষি খণ্ড বিভাগে সরবরাহ করার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। কোনো

নির্দিষ্ট MFI এর মাধ্যমে বিতরণকৃত খাণ্ডসমূহ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকৃত খাণ্ডসমূহের মধ্যে গ্রহণযোগ্য খণ্ডের আনুপাতিক হার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থবছরে বিতরণকৃত মোট খণ্ড হতে গ্রহণযোগ্য খণ্ডের পরিমাণ হিসাবাব্দন করা হবে।

এও) ব্যাংক কর্তৃক MFI/NGO বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী খণ্ডের লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য সফটওয়্যার ভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং MFI/NGO কে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া MFI/NGO লিংকেজের আওতায় কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে MFI/NGO এর শাখাসমূহে খাণ্ডহীতাদের খণ্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারাইজড ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও MFI/NGO নিশ্চিত করবে। MFI/NGO এর সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ বিতরণকৃত খণ্ডের তথ্য ও দালিলিক প্রমাণাদি খণ্ড প্রদানকারী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট সরবরাহ করবে। বিতরণকৃত খণ্ডের সন্দৰ্ভের সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ করবে, যা অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা MFI এর সংশ্লিষ্ট শাখা খাণ্ডহীতার তথ্যাদি তাৎক্ষণিক সরবরাহ করতে সমর্থ না হলে সংশ্লিষ্ট শাখার বিতরণকৃত খাণ্ডসমূহ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খণ্ডের অংশবিশেষ পরিদর্শন দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

#### ২.১.১৭। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার

বাস্তবতার আলোকে যে এলাকায় যে ফসল ভালো উৎপাদিত হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কৃষি খণ্ড বিতরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ: যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল জাতীয় শস্য, কলা, বাউকুল, স্ট্রবেরি, পাম, কমলা, আগর, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদিত হয়, সে সকল এলাকায় এসব ফসলের জন্য পর্যাপ্ত খণ্ড বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডন থেকে এ সংক্রান্ত তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তা নিজেদের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাতে পারে। তাছাড়া BBS/DAE/DoF এর ওয়েবসাইট হতে পূর্ববর্তী বছরের উপজেলা/থানাভিত্তিক প্রতি একর জমি বা জলাশয়ে ফসল বা মাছ/মাছের পোনা উৎপাদনের তথ্য এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক উত্তোলিত ক্রপ জোনিং সিস্টেম (<https://cropzoning.gov.bd/>) কিংবা খামারি অ্যাপসে সংরক্ষিত নির্দিষ্ট ফসলের অঞ্চলভিত্তিক উৎপাদন সম্ভাবনা এবং উৎপাদনশীলতার তথ্য ব্যাংকসমূহ ব্যবহার করতে পারে।

#### ২.১.১৮। কৃষি খণ্ড/বিনিয়োগে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ

প্রকৃত শুন্দর, প্রাক্তিক, ভূমিহীন কৃষক এবং বর্গাচার্যার যাতে সহজে ও সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হয়রানিমুক্তভাবে খণ্ড পেতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ছানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে কৃষি খণ্ড বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে ছানীয় হাটের দিন ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি খণ্ডের তথ্য প্রচার ও কৃষি খণ্ড বিতরণ করতে পারেন। তাছাড়া, ব্যাংক কৃষি খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ ও আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে।

#### ২.১.১৯। কৃষকদের ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অংশ হিসেবে কৃষকদের ১০ টাকার ব্যাংক একাউটের মাধ্যমে ভর্তুকি জমা ছাড়াও কৃষি খণ্ড প্রদান, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যাঙ্স জমা ইত্যাদি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ক) কৃষি খণ্ড কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়াতে যে সকল কৃষকের এ ধরনের হিসাব রয়েছে তাদেরকে এ সকল হিসাবের মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে কৃষি খণ্ড বিতরণ করতে হবে।
- খ) হিসাবসমূহের লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল হিসাবের ওপর সুদ হার সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে ১% হতে ২% এর বেশি হারে দেয়ার বিষয়টি ব্যাংকগুলো বিবেচনা করবে।
- গ) ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় তাদের শাখা প্রধানকে কৃষকের এ সকল হিসাব সচল রাখার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে।
- ঘ) এই বিপুল পরিমাণ ব্যাংক হিসাব সচল রাখার জন্য কৃষকের ফসল বিক্রয় এর টাকা বা তাদের গচ্ছিত টাকা এ সকল ব্যাংক হিসাবে জমা, রেমিট্যাঙ্স আদান প্রদান ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে তাদের উদ্বৃদ্ধ করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের un-tapped savings সংগ্রহ করতে পারে।
- ঙ) ব্যাংকের শাখা এ ধরনের হিসাবে রাখিত সঞ্চয়ের ৯০% পর্যন্ত স্বল্পসুদে খণ্ড সুবিধা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

- চ) এ হিসাবসমূহে নৃনতম ব্যালেন্স রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা এবং কোনোরূপ ফি/চার্জ আরোপ করা যাবে না।
- ছ) এ ধরনের হিসাবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থিতি পর্যন্ত আবগারী শুল্ক/লেভি কর্তৃন রহিতকরণের নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।
- জ) কৃষকের ব্যাংক হিসাবসমূহকে কখনোই ইন-আপারেটিভ বা ডরমেন্ট করা যাবে না।
- ঝ) কৃষকদের শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে চেকের বদলে নগদ উত্তোলন ভাউচার দেয়া যাবে। তবে যে সকল কৃষক চেক বই চায় তাদেরকে চেক বই দেয়া যাবে।

উল্লেখ্য, সরকারের দেয়া ভর্তুকি সময়মত জমা করা ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে কৃষকের ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে বিষয়ে ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিবরণী দাখিল করছে, যা অব্যাহত থাকবে।

#### **২.১.২০। কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় লোকবল নিয়োগ**

কৃষি খণ্ড বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমকে তরায়িত করার জন্য ব্যাংকসমূহ এসিডি সার্কুলার নং-০১; তারিখ: ২২ জুন ২০২৩ এর নির্দেশনার আলোকে ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। নিয়মিতভাবে লোকবল নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হলে 'কাজ নেই, বেতন নেই' (No work, no pay) ভিত্তিতে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে। যে সকল ব্যাংকের শাখা/জনবলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে সকল ব্যাংক তাদের কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে হাতক নির্বাচন, খণ্ড প্রস্তাৱ তৈরিকরণ, মূল্যায়ন, মঞ্চুরি, খণ্ড বিতরণ, মনিটরিং, আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে কোনো কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট/ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

#### **২.১.২১। পৃথক কৃষি খণ্ড বিভাগ/সেল গঠন**

কৃষি খণ্ড বিতরণ, আদায় এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকি জোরাদারের লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহ তাদের প্রধান কার্যালয়ে কৃষি খণ্ডের জন্য পৃথক কৃষি খণ্ড বিভাগ/সেল গঠন করে প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়ন করবে এবং শাখা পর্যায়ে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে কৃষি খণ্ডের সকল কাজে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করবে। উক্ত বিভাগ/সেল কৃষি খণ্ডের যাবতীয় কার্যালী যেমন: ধানক নির্বাচন, খণ্ড প্রস্তাৱ তৈরি, মূল্যায়ন, মঞ্চুরি, তদারকি, খণ্ড বিতরণ, আদায়, জেলা/উপজেলা কৃষি খণ্ড কমিটির সভায় অংশগ্রহণ, কৃষকের সাথে মতবিনিময়, খেলাপি হওয়ার পূর্বেই খণ্ডের অবস্থা বিশ্লেষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।

#### **২.১.২২। কৃষি খণ্ড সম্পর্কিত তথ্য প্রচার**

কৃষকদেরকে কৃষি খণ্ড বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রতিটি শাখা/বিনিয়োগের সুদ হার/মুনাফার হার, খণ্ড/বিনিয়োগের খাত/উপখাতের বিবরণ, আমদানি বিকল্প ফসল (যেমন: ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষের জন্য প্রদত্ত খণ্ড/বিনিয়োগের রেয়াতি সুদ হার/মুনাফার হার ও ব্যাংক শাখার কৃষি খণ্ড কর্মকর্তার যোগাযোগ নম্বর সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন দ্রষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, ব্যাংক বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে।

#### **২.১.২৩। অনঞ্চল এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খণ্ড বিতরণ**

ভূমিহীন বর্গাচার্যিসহ শুন্দি ও প্রাতিক কৃষকদের নিকট কৃষি ও পল্লী খণ্ডের সুবিধা পৌছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে খণ্ড প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে অপেক্ষাকৃত অনঞ্চল ও উপেক্ষিত এলাকায় (চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ি অঞ্চল, বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত সাবেক ছিটমহলসমূহ ইত্যাদি) কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

#### **২.১.২৪। শুন্দি ও প্রাতিক কৃষক এবং বর্গাচার্যিদের অনুকূলে খণ্ড বিতরণ**

ভূমিহীন কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একরের কম), শুন্দি ও প্রাতিক কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) এবং বর্গাচার্যিদেরকে (যে সব কৃষক অন্যের জমি বর্গা চাষ করে এবং নিজস্ব মালিকানায় জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ একর) খণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচার্যিক কৃষি খণ্ড গ্রহণ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বর্গাচার্যিক জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে। ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা প্রকৃত কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি খণ্ড নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ও প্রযোজ্য হবে। এছাড়া, ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবধারী কৃষকদেরকে সনাক্তকরণের জন্য উক্ত হিসাব অথবা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত অন্য কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না। জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র পাওয়া না গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও ব্যাংক বর্গাচার্যিদেরকে কৃষি খণ্ড দিতে পারবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড না থাকলে ২.১.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করবে।

প্রকৃত বর্গাচারি সনাত্তের পর বার্ষিক শস্য-ফসল খণ্ড নিয়মাচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে খণ্ড বিতরণ করতে হবে। বর্গাচারি যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ খণ্ডের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বর্গাচারিদের অনুকূলে খণ্ড বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করা যেতে পারে। বর্গাচারি, প্রাস্তিক, ক্ষুদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংক খণ্ড সুবিধা নিশ্চিত করতে একক/দলগতভাবে কৃষি খণ্ড প্রদান করতে হবে। কোনো বর্গাচারি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করলে তাদের ক্ষেত্রেও ‘আবর্তনশীল শস্য খাণ্ডসীমা পদ্ধতি’ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

#### ২.১.২৫। সফল কৃষকদের অনুকূলে খণ্ড বিতরণ

সফল কৃষকদের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষি খণ্ড বিতরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদের তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। উক্ত তালিকার বাইরেও অনেক সফল কৃষক থাকতে পারেন। সে প্রেক্ষিতে তালিকায় নাম নেই কিন্তু সফল কৃষক, তাদেরকেও ব্যাংক পর্যাপ্ত কৃষি খণ্ড প্রদান করবে।

#### ২.১.২৬। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের খণ্ড বিতরণ

কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে নারীদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্য তাদেরকে শস্য-ফসল উৎপাদন, ছোট আকারে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য খণ্ড প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কৃষি কর্মকাণ্ড যেমন: বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি খাতে নারীদেরকে অংশাধিকার ভিত্তিতে খণ্ড প্রদান করা যেতে পারে।

#### ২.১.২৭। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অনুকূলে খণ্ড বিতরণ

শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যাতে মর্যাদার সাথে সমাজে অর্থবহ, ফ্লপ্রসূ ও অবদানমূলক জীবন্যাপন করতে পারেন সে জন্য প্রতিবন্ধকর্তার ধরণ বিবেচনা করে কৃষি বা অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে ব্যাংকসমূহ খণ্ডের ব্যবস্থা করবে। প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক অংগুষ্ঠির লক্ষ্যে তাদেরকে স্থল সুদ হারে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ প্রচলিত শর্তসমূহ কিছুটা শিথিল করতে পারে। কৃষির উৎপাদন খাত ছাড়াও বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাসানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন, মধু চাষ, ক্ষুদ্র মুদি দোকান ইত্যাদি খাতসহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক খাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের খণ্ড প্রদান করা যেতে পারে।

#### ২.১.২৮। কৃষি খণ্ড ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

যে সকল খণ্ডহীনতার নিজৰ মোবাইল ফোন রয়েছে, তাদের মোবাইল ফোন নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষকের নিজের মোবাইল ফোন না থাকলে আত্মীয়/প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন নম্বরও সংরক্ষণ করা যাবে। দেশে Cashless Economy গড়ার লক্ষ্যে গ্রাহকের কৃষি খণ্ড প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ/ফি ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদান এবং চার্জ ডকুমেন্টসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট খণ্ডের অর্থ ব্যাংক কৃষকের ব্যাংক হিসাব/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্টিস এর মাধ্যমে প্রদান করতে পারে। তবে, মোবাইল ফোন নম্বর না থাকার অভ্যর্থনাতে কোনো কৃষককে কৃষি খণ্ড প্রদান হতে বিষ্ণিত করা যাবে না। ব্যাংক শাখা কর্তৃক সময়ে সময়ে ফোন করে কৃষকদের খণ্ড প্রাপ্তি ও আদায়ের বিষয়ে খবরাখবর নিতে হবে। কৃষি খণ্ড প্রাপ্তি ও আদায় সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতেও অনুরূপভাবে কৃষকদের খোঁজ-খবর নেওয়া হবে। এছাড়া কৃষকের সুবিধার্থে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ ও আদায় ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে নীতিগতভাবে সমর্থন প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে ব্যাংক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক প্রযুক্তির সহায়তা নিতে পারে।

#### ২.২। ‘বাংলাদেশ ব্যাংক এঙ্গিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)’ পরিচালনা

ব্যাংকসমূহ তাদের শাখার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের শাখা/খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের পরিমাণ ও পরিধি বাড়তে বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকেও এ নীতিমালার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এ খাতে খণ্ড সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কৃষিতে কাঞ্জিক্ত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং সামষ্টিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৮ এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার অন্তর্ভুক্ত অংশ কৃষি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ ব্যাংক এঙ্গিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)’ গঠন করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন এবং বিবিএডিসিএফ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে:

- ক) মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী খণ্ডের চাহিদা, এ খাতে খণ্ড বিতরণে ব্যাংকের সামর্থ্য ও দক্ষতা, ব্যাংকের মোট খণ্ড ও অগ্রিমের পরিমাণ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতে ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিবেচনায় নিয়ে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ প্রত্যেক অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের একটি যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। তবে বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩১ মার্চ তারিখের অবস্থাভিত্তিক নিট খণ্ড ও অগ্রিমের ২.৫% এর চেয়ে কম হবে না। বিগত বছরগুলোতে ব্যাংকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত করবে।
- খ) কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের স্বার্থে প্রতিটি ব্যাংক মাসিকভিত্তিতে স্ব-স্ব ব্যাংকের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী একই সাথে শাখাভিত্তিক ও মাসভিত্তিক খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
- গ) কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ ব্যাংকসমূহের লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশের সমপরিমাণ অর্থ ‘বিবিএডিসিএফ’ এ জমা রাখতে হবে। অর্থ জমাদানকারী ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত জমাকৃত অর্থের উপর ২% হারে সুদ প্রদান করবে এবং জমাকৃত অর্থ ১৮ মাস পর ব্যাংকসমূহকে ফেরত প্রদান করা হবে।
- ঘ) ‘বিবিএডিসিএফ’ এ জমাকৃত অর্থ ব্যাংকসমূহের অনুকূলে চাহিদা অনুযায়ী সক্ষমতার ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে। বরাদ্দ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১৮ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে ২% হারে সুদসহ আসল পরিশোধ করতে হবে।
- ঙ) ব্যাংকসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদ হারে কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুযায়ী কেবলমাত্র নিজস্ব টেটওয়ার্কের মাধ্যমে (এমএফআই লিংকেজ ব্যতীত) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে।
- চ) খণ্ড বিতরণকারী/বিনিয়োগকারী ব্যাংকসমূহের খণ্ড/বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে ‘বিবিএডিসিএফ’ হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত খণ্ডের ১% সুদের সমপরিমাণ অর্থ জমা করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে ‘Risk Mitigation Fund’ গঠন করতে হবে।
- ছ) ‘বিবিএডিসিএফ’ হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত খণ্ডের ১% সুদের সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের স্থিতিপত্রে Common Equity Tier-1 (CET-1) মূলধনের উপাদান ‘General Reserve’ হিসাবের একটি খাত হিসেবে প্রদর্শনপূর্বক যথাযথভাবে Disclosure প্রদান করতে হবে।
- জ) ‘বিবিএডিসিএফ’ হতে বিতরণকৃত খণ্ড/বিনিয়োগের বিপরীতে আদায়কৃত সুদ/মুনাফার অবশিষ্ট অংশ ব্যাংক আয় খাতে স্থানান্তর করতে পারবে।
- ঝ) উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের বিবরণীর সঠিকতা যাচাই করে নেয়া হবে।
- ঞ) কোনো ব্যাংকের খণ্ড ও অগ্রিম প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃথক নির্দেশনা থাকলে সেই ব্যাংকের বা বিশেষ কোনো কারণে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে অর্থ জমার উপরিউক্ত বাধ্যবাধকতা শিথিল করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ব্যাংকসমূহ আগস্টের ২য় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত ফান্ড হতে ২% সুদ হারে বরাদ্দ প্রাপ্তির আবেদন এ বিভাগে দাখিল করবে। ব্যাংকের বিতরণকৃত খণ্ডের পরিমাণ, সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

## ২.৩। কৃষি ও পল্লী খণ্ড কার্যক্রম মনিটরিং

### ২.৩.১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত মনিটরিং কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে:

- ক) তফসিলি ব্যাংকসমূহ থেকে খণ্ড বিতরণ ও আদায়ের মাসিক বিবরণী সংগ্রহের মাধ্যমে অফ-সাইট মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়।
- খ) ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (DBI) কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের কৃষি ও পল্লী খণ্ড কার্যক্রমের সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া কৃষি খণ্ড বিভাগ কর্তৃকও নমুনা ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী খণ্ডের সদ্যবহার যাচাই করা হয়।
- গ) রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের সাথে মাসিক ভিত্তিতে এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের সাথে দ্বি-মাসিক ভিত্তিক খণ্ড বিতরণের অগ্রগতি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, খণ্ড বিতরণে স্বচ্ছতা, খণ্ডের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, খণ্ড আদায় ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, প্রয়োজনে কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও বিতরণ পরিস্থিতি নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

- ঘ) অনেক বেসরকারি ব্যাংক তাদের শাখার স্বল্পতার কারণে ক্ষুদ্রখণ্ড প্রতিষ্ঠানের (MFI) মাধ্যমে কৃষি খাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছে বিধায় MFI/NGO-এর মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী খাণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ঝঁজছাইতা পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাদের দাখিলকৃত রিপোর্ট/প্রতিবেদনসমূহ যাচাই-বাচাইসহ বাংলাদেশ ব্যাংকও নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জেলা কৃষি খাণ কমিটির সভায় বর্তমানে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংক অথবা উক্ত অঞ্চলে কর্মরত তাদের মনোনীত MFI এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে কৃষি ও পল্লী খাণ কার্যক্রমে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকেন।
- ঙ) খাণ বিতরণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে খাণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে ব্যাংকসমূহ এ ধরণের প্রকাশ্যে খাণ বিতরণ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং এ ধরণের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন।
- চ) আমদানি বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (যেমন: ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খাণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংক শাখায় ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই খাণ বিতরণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার ফলে এই খাতে ব্যাংকসমূহের খাণ বিতরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষকের মোবাইল ফোনে খাণ প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, খণের সদ্যবহার, ব্যাংক শাখার সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সরাসরি যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- জ) কৃষি ও পল্লী খাণ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ লিখিত অথবা ফোনের মাধ্যমে জানানো হলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

### ২.৩.২। তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

এ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়াই কৃষি খাণ পান এবং খাণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও খাণ আদায় সম্ভব হয়, সে জন্য তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী খাণ মনিটরিংয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

- সামগ্রিকভাবে কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য-ফসল খাতে এবং ২% চোচ ও কৃষি যত্রপাতি খাতে বিতরণ;
- লক্ষ্যমাত্রার ১৩% মৎস্য খাতে ও ২০% প্রাণিসম্পদ খাতে খাণ বিতরণ;
- খাণ বিতরণের ক্ষেত্রে এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহারের দিকে গুরুত্ব আরোপ;
- চৰ, হাওর, উপকূলীয় ও অন্তর্সর এলাকা, পাহাড়ি অঞ্চল, সাবেক ছিটমহল, ক্ষুদ্র ন-গোষ্ঠী, অন্তর্সর জনগোষ্ঠীকে খাণ প্রদান;
- প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় খাণ প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং
- বিতরণকৃত খাণ আদায়ের লক্ষ্যে খণের সদ্যবহার নিশ্চিতকরণ।

তফসিলি ব্যাংকের শাখা কর্তৃক মশুরিকৃত খাণ যথাসময়ে বিতরণ ও এর সদ্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মাঠ পর্যায়ে কৃষি খণের চাহিদার নিরিখে ব্যাংক শাখা কর্তৃক খাণ প্রদানের বিষয়ে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তদারকিক ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে খাণ সরবরাহের স্বল্পতার কারণে কৃষি উৎপাদন কোনোক্রমেই ব্যাহত না হয়। সার্বিকভাবে কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণ ও আদায়ের বিষয়ে প্রধান কার্যালয় পার্শ্বিক/মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

### ২.৩.৩। কৃষি ও পল্লী খাণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর মাধ্যম/উপায়

কৃষি ও পল্লী খাণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খাণ বিভাগে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে, কৃষকগণ এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ০২-৯৫৩০২২৩ নম্বরে ফোন বা gm.acd@bb.org.bd এ ই-মেইল করে কৃষি খাণ বিষয়ক যে কোনো অভিযোগ জানাতে বা তথ্য পেতে পারবেন। এছাড়া পরিচালক, কৃষি খাণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিবিল, ঢাকা এ ঠিকানায় পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও কৃষি ও পল্লী খাণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানাতে পারবেন।

### ২.৩.৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' এর সহায়তা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী খাণসহ ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সেবা পেতে গ্রাহকগণকে হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করা কিংবা তাদের অভিযোগ দ্রুত নিপত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র (CIPC) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকগণ যে কোনো ফোন থেকে ১৬২৩৬

হটলাইন নম্বরে ফোন করে সরাসরি তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। গ্রাহকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এছাড়া, জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্টদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের ফোন নম্বর ও মোবাইল নিম্নে দেওয়া হলো:

কার্যালয়	ফোন	মোবাইল
চট্টগ্রাম অফিস	০৩১-৬১৬৮০০	০১৮১৮৫৯১৭৫৯
খুলনা অফিস	০২৪-৭৭৭২০৩২০	০১৬৭১৩৭২৬৩৯
রাজশাহী অফিস	০২৫-৮৮৮৫৪০১১	০১৭৩৭৭৭২৫৬
সিলেট অফিস	০৮২১-৭২৫৪৫৯	০১৮১৯৬৭৭৬৪৮
বরিশাল অফিস	০৪৩১-৬১২৯৮	০১৯১৩১৮-৮৫৪৬
বগুড়া অফিস	০৫১-৫১৬১৭	০১৭৯৮৫৭৫৫৪৮
রংপুর অফিস	০২৫-৮৯৯৬১৪৮২	০১৭২৯৫৪৭৫০৭
ময়মনসিংহ অফিস	০৯১-৬২০২৫	০১৬৩০৮০১৬৩২

### ২.৩.৫। জেলা কৃষি খণ্ড কমিটি কর্তৃক মনিটরিং

মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী খণ্ড কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে লিড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় জেলা কৃষি খণ্ড কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পদ্ধতির আওতায় কোনো ইউনিয়নে কোনো রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক বা বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা কৃষি খণ্ড বিতরণ করবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। পাশাপাশি জ্ঞানীয় পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম তদারিকি এবং সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে জ্ঞানীয় প্রশাসনের সহায়তায় রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে উপজেলা কৃষি খণ্ড কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি কার্যকর ব্যবস্থা এবং পদ্ধতির আওতায় চালু আছে। প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি খণ্ড কমিটির সভাপতি এবং প্রত্যেক জেলায় সুনির্দিষ্ট একটি ব্যাংক লিড ব্যাংক হিসেবে স্ব-স্ব জেলার কৃষি খণ্ড কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। জেলা কৃষি খণ্ড কমিটি মাসিক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ও পল্লী খণ্ড সংক্রান্ত তদারিকি এবং সমন্বয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সকল ব্যাংকের অংশ্বাহণে কৃষি খণ্ড কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বর্তমান প্রক্রাপটে কৃষি খণ্ড কার্যক্রমকে আরও সমর্পিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জেলা কৃষি খণ্ড কমিটিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

লিড ব্যাংক পদ্ধতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিদ্যমান কাঠামোর অন্যান্য সকল দিক অপরিবর্তিত রেখে জেলা কৃষি খণ্ড কমিটিতে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হবে:

কোনো জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের শাখার অবস্থা	উক্ত জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ কার্যক্রমে অংশ্বাহণের অবস্থা	উক্ত জেলার কৃষি খণ্ড কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব
ক সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের শাখা রয়েছে	সংশ্লিষ্ট জেলায় শুধুমাত্র নিজস্ব শাখার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী খণ্ড কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।  নিজস্ব শাখার পাশাপাশি ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রখণ্ড প্রতিষ্ঠান (MFIs) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলার 'জেলা কৃষি খণ্ড কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।  সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান নিজস্ব শাখা/জোনের পাশাপাশি উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী খণ্ডের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি খণ্ড কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

		নিজস্ব শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণ করা হয় না তবে, ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রখণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী খণের তথ্যসহ ‘জেলা কৃষি খণ কমিটি’-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
খ	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই	সংশ্লিষ্ট জেলায় নিজস্ব শাখা না থাকলেও ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রখণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণ করা হয়।	ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রখণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর স্থানীয় সমবয়কারী ব্যাংকটির পক্ষে ‘জেলা কৃষি খণ কমিটি’-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

## ২.৪। কৃষি ও পল্লী খণ আদায়

### ২.৪.১। কৃষি ও পল্লী খণ আদায়ের গুরুত্ব

খণ পরিশোধের জন্য কিন্তি এবং সময়সীমা ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এতদসঙ্গে সংযুক্ত খণ পরিশোধসূচির আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর কৃষিপণ্য বিপণনের সময় ব্যাংক শাখা খণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কৃষি খণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে হবে। খণ মওকুফের মানসিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। সুদ মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। উল্লেখ, ACS-1 এর মাধ্যমে ব্যাংকের দাখিলকৃত ছকের “due to recovery” এর আওতায় প্রদত্ত তথ্যই “আদায়যোগ্য খণ” হিসাবে গণ্য হবে।

### ২.৪.২। কৃষি ও পল্লী খণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা

কৃষি খণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে গ্রাহকদের মাঝে সচেতনাতামূলক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

### ২.৪.৩। কৃষি ও পল্লী খণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী খণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- ক. খণ আদায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ/আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক বা অন্য যে কোনো প্রকার প্রশংসাপত্র/পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- খ. সময়মত সম্পূর্ণ খণ পরিশোধ করলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সুদের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান এবং নিয়মিত খণ পরিশোধকারী কৃষকদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- গ. দীর্ঘদিন অনিষ্পত্তি থাকা সার্টিফিকেট মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য, প্রয়োজনে এককালীন পরিশোধের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ঘ. শ্রেণিকৃত খণসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী পুনঃতফসিলের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ঙ. যে সকল শাখার মেয়াদোভৌর্তা/খেলাপি খণের পরিমাণ ৫০% এর বেশি সে সকল শাখার খণ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথক ‘আদায় সেল’ গঠন;
- চ. কৃষি খণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাগম হয় এমন এলাকায় পূর্ব হতে প্রচার চালিয়ে ‘কৃষি খণ আদায় ক্যাম্প’ এর আয়োজন;
- ছ. কৃষি খণ আদায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা।

### ২.৪.৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি খণ আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি

- ক. তামাদি খণসমূহ নিয়মিতকরণপূর্বক আপোষরফা/সমরোতা (সোলেনোমা) এর মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার বা নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে অর্জিত অঙ্গসভাতি মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খণ বিভাগকে জানাতে হবে;
- খ. সার্টিফিকেট মামলা এড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক উভয়ের সম্মতিতে অনাদায়ী খণসমূহে Balance Confirmation Certificate, Token Money প্রভৃতির মাধ্যমে খণ তামাদি হওয়া প্রতিবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা কোনোক্রমেই বৃদ্ধি না পায়;
- গ. রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ শ্রেণিকৃত খণসহ সকল কৃষি খণ আদায়ে তদারকি জোরদারকরণ এবং প্রয়োজনে আলাদা আদায় সেল/ইউনিট গঠন করবে;

- ঘ. কৃষি খণ্ডের ব্যবহার ও পরিশোধের গুরুত্ব এবং মামলার ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির নিয়মিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা তথ্য সভা সমাবেশের আয়োজন করতে হবে;
- ঙ. অনাদায়ী খাণ্ডগুলো তামাদি হওয়ার পূর্বে চিহ্নিত করে সহজ কিন্তি আদায়ের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- চ. প্রাকৃতিক দুর্ঘোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি খণ্ড আদায় ছাগিতকরণ/নতুন খণ্ড বিতরণ/পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
- ছ. নিয়মিতভাবে খণ্ড পরিশোধকারী কৃষককে পুরস্কার প্রদান ও তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য কৃষকগণকে খণ্ড পরিশোধে উৎসাহিত এবং উদ্বৃদ্ধকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

## ২.৫। কৃষি ও পল্লী খণ্ড সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা

কৃষি খণ্ড সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এবং সুবিধাসমূহ জনসাধারণের কাছে সহজে পৌছানোর স্বার্থে তা ব্যাংকসমূহের স্ব স্ব ওয়েবসাইটসহ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি খণ্ড বিতরণে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি খণ্ড বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ব্যাংক শাখার মোটিশবোর্ডে সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

## ২.৬। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ

নীতিমালায় অনেক নতুন বিষয় সংযোজন এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি খণ্ড কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত নতুন হওয়ার কারণে কৃষি খণ্ড সংক্রান্ত নীতিমালা, অঞ্চাধিকার খাতসমূহ ও অন্যান্য বিষয়ে মাঠ পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাংক কর্মকর্তাদের মাঝে আরো বেশি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খণ্ড বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

## ২.৭। তথ্য বিবরণী সরবরাহ

বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের অস্থগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক কৃষি ও পল্লী খণ্ড সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সময়মত সরবরাহ করবে। দৈত-গণনা (double-counting) পরিহারকল্লে SME খাতে প্রদর্শিত কোনো খণ্ড কৃষি খাতে প্রদর্শন করা যাবে না। পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিমের আওতায় বিতরণকৃত খণ্ডসমূহ কৃষি ও পল্লী খণ্ড কর্মসূচির আওতায় (ACS-1/ACS-2 বিবরণীতে) প্রদর্শন করা যাবে না। ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী খণ্ডসমূহের মধ্যে বৃহদাক্ষেপে (১ কোটি টাকা বা তদুর্ধৰ্ষ) খণ্ড সংশ্লিষ্ট প্রমাণক তথ্যাদি (সংযুক্ত ছক পরিশিষ্ট 'ত' মোতাবেক) পরবর্তী অর্থবছরের জুলাই মাসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করবে।

ব্যাংকসমূহের বিগত কয়েক বছরের কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের তথ্য-উপাত্তের গুণগতমান পর্যালোচনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে খণ্ড মঞ্চুরি, বিতরণ ও তদসংক্রান্ত বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের অসামঞ্জস্যতা পরিহারের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

- ক) কৃষি ও পল্লী খণ্ড খাতে চলতি মূলধন হিসেবে সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট, রিভলভিং টাইম লোন হিসেবে মঞ্চুরিকৃত খণ্ডসমূহের মঞ্চুরিপত্রের অন্যান্য শর্ত যাই থাকুক না কেন, নিয়মিত খণ্ডের মেয়াদকালে গ্রাহককে প্রদত্ত খণ্ড সীমা হতে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ পরিমাণ খণ্ড সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে একবারই বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে এবং খণ্ডের মেয়াদকালে খণ্ড সীমার অবশিষ্ট অংশ ব্যবহার সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থবছরে তা বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে। উক্ত খণ্ডসমূহের ক্ষেত্রে বিতরণকৃত খণ্ডের বকেয়ার সর্বোচ্চ ছিতি (highest outstanding balance) বিতরণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- খ) শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ ২.১০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনের জন্য করা বিনিয়োগের তথ্যবিবরণী সরবরাহ করবে।
- গ) খণ্ড/বিনিয়োগ মঞ্চুরিপত্রে যে শর্তই থাকু ক না কেন মঞ্চুরি সীমার অতিরিক্ত/অনুমোদনবিহীন কোনো খণ্ড/বিনিয়োগ কৃষি খণ্ড/বিনিয়োগ হিসেবে রিপোর্ট করা যাবে না। একই সাথে গ্রাহক (উপকারভোগী) পর্যায়ে যে মেয়াদের জন্য খণ্ড/বিনিয়োগ প্রদত্ত/ব্যবহৃত হবে ঐ মেয়াদের জন্য শুধুমাত্র একবারই কৃষি খণ্ড/বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে।

- ঝ) ইতোমধ্যে বিতরণকৃত খাণের ছিতি সময়ের উদ্দেশ্যে কোনো খাণ/বিনিয়োগ মঞ্চের করা হলে উক্ত খাণ/বিনিয়োগ নতুন কৃষি ও পল্লী খাণ/বিনিয়োগ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না। MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত খাণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও নির্দেশনাটি প্রযোজ্য হবে।
- ঙ) খাণ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত খাণ ও অধিগ্রহণের জন্য দ্বিতীয় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত খাণ একই অর্থবছরে হলে দ্বিতীয় ব্যাংক কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত খাণ কৃষি ও পল্লী খাণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।
- চ) পুনঃতফসিলিকরণের উদ্দেশ্যে মঞ্চুরিকৃত খাণ/বিনিয়োগ কৃষি ও পল্লী খাণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।
- ছ) পোলট্রি ও মৎস্য খামারের খাদ্য তৈরির কাঁচামাল, ওষধ ইত্যাদি আমদানির উদ্দেশ্যে এলসি মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত মঞ্চুরিকৃত খাণ/বিনিয়োগ মঞ্চুরিকালীন সময়ের মধ্যে একবারই বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে।
- জ) চলতি মূলধন হিসেবে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট, রিভলভিং টাইম লোন প্রকৃতির খাণসমূহ ফসল, মৎস্য সম্পদ ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন খাণ ব্যতীত অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত খাণ কৃষি ও পল্লী খাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ঝ) বিতরণকৃত খাণ/বিনিয়োগ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত না হলে উক্ত খাণ/বিনিয়োগ পরিশোধ/সময়ের উদ্দেশ্যে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত খাণ/বিনিয়োগকে নতুন খাণ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।
- ঝঃ) জেলা কৃষি খাণ কমিটির সভায় তথ্য প্রেরণের বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে:
- ১) জেলা কৃষি খাণ কমিটির সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে জেলার লিড ব্যাংক বরাবর চাহিদা মোতাবেক নির্ভুল তথ্য যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।
  - ২) কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালার আওতায় MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে যে সকল জেলায় খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা হয়েছে সে সকল জেলার ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা বিতরণকৃত খাণ/বিনিয়োগের তথ্যাদি জেলা কৃষি খাণ কমিটির সভায় সরবরাহ করবে।
  - ট) পরিশিষ্ট ‘খ’ তে উল্লিখিত ছক মোতাবেক MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী খাণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় তথ্য বিবরণী পরবর্তী অর্থবছরের জুলাই মাসের মধ্যে এ বিভাগে সরবরাহ করতে হবে।
- এয়াড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় যাচিত কৃষি ও পল্লী খাণ/বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দ্রুততম সময়ে প্রদান করতে হবে।

## ২.৮। কৃষি ও পল্লী খাণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা

কৃষি খাণ/বিনিয়োগ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা এবং বিদেশে একাচেঙ্গ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এয়াড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি খাণ/বিনিয়োগ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে। Agri-Financing Performance কে CAMELS এর ‘M’ অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা বা Management Component এর রেটিং এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শস্য খাতে খাণ/বিনিয়োগ বিতরণ বিশেষ/অগ্রাধিকার ফসলের জন্য রেয়াতি সুদ হারে (৪% হারে) খাণ/বিনিয়োগ বিতরণ, নিজস্ব শাখার মাধ্যমে খাণ/বিনিয়োগ বিতরণ এবং আদায়যোগ্য খাণের বিপরীতে আদায়ের হারকে বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও কৃষি খাণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

## ২.৯। ব্যাংকসমূহের নিজস্ব কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা এবং কর্মসূচির আলোকে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য একটি নিজস্ব বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খাণ/বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারি করবে।

## ২.১০। কৃষির উৎপাদন খাতে ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি

এই নীতিমালার আওতায় ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ নিম্নলিখিত ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কৃষির উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

### ২.১০.১। বাই-মুরাবাহা/মুয়াজ্জাল

এ পদ্ধতিতে শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের নিকট হতে আবেদন প্রাপ্তির পর বাজার হতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ ক্রয় করবে এবং উভয়পক্ষের সম্মতিতে ছিরকৃত লাভে বিক্রয় করবে। কৃষক ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিসিতে অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। এই পদ্ধতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উপকরণ ক্রয়ের জন্য এবং শস্য-ফসল চাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও সোচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

### ২.১০.২। বাই-সালাম

এ পদ্ধতিতে শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ কৃষকের নিকট হতে ফসলের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে ভবিষ্যতে উৎপাদিত ফসল অগ্রিম ক্রয় করতে পারে। ফসলের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কৃষক চলতি মূলধন এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যবহার করতে পারে। শস্য-ফসল উৎপাদনের পর কৃষক ব্যাংকের নিকট উৎপাদিত শস্য-ফসল সরবরাহ করবে। এছাড়া, গরু মোটাতাজাকরণ ও মৎস্য চাষে চলতি মূলধন সরবরাহের জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবে।

### ২.১০.৩। হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিক্র (এইচপিএসএম)

ভাড়াযোগ্য পণ্য খাত, যেমন: কৃষি ও সোচ যন্ত্রপাতি, কৃষি পণ্য পরিবহন খাতে এইচপিএসএম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিকট হতে তার অংশের পুঁজি গ্রহণপূর্বক মুশারাকা চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক ভাড়াযোগ্য পণ্য/সম্পদ ক্রয় করার পরে সম্পূর্ণ আলাদা ইজারা চুক্তির মাধ্যমে কৃষকের নিকট ভাড়া দিতে পারবে। কৃষক নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র ব্যাংকের অংশের ভাড়া প্রদান করবে ও ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে বা কিসিতে পণ্যের (ব্যাংকের অংশের) বাজারমূল্য পরিশোধকরত পণ্য/সম্পদের মালিকানা পাবে। উল্লেখ্য, তিনটি চুক্তি ভিন্ন হবে, এক চুক্তি অন্য চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করা যাবে না।

উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতি ও অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক/MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে কৃষি খাতে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক ০৯/১১/২০০৯ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ এর মাধ্যমে জারিকৃত Guidelines for Conducting Islamic Banking, স্ব স্ব ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা এবং AAOIFI ও IFSB এর নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যতা রাখতে হবে।

কৃষির উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের মুনাফার হার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনার মাধ্যমে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য ধার্যকৃত সুদ হারের অধিক হতে পারবে না।

### ৩। কৃষি খণ্ডের খাতওয়ারি নীতিমালা

#### ৩.১। শস্য ও ফসল খাতে কৃষি খণ্ড নীতিমালা

##### ৩.১.১। শস্য ও ফসল খাতে খণ্ড বিতরণ

এ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতায় শস্য-ফসল খাতে ব্যাংকসমূহকে স্ব স্ব লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫৫% খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে।

##### ৩.১.২। খণ্ড নিয়মাচার ও খণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণ

কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলভিত্তিক কৃষি উপকরণ বাবদ ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রণীত 'খণ্ড নিয়মাচার' অনুযায়ী একর প্রতি নির্ধারিত খণ্ডের পরিমাণ, ফসল বপন/রোপণ ও সংগ্রহ মৌসুম অনুযায়ী 'ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও খণ্ড পরিশোধসূচি', 'শ্রেণিবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথি ফসল/রিলে চাষভিত্তিক বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা', ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের খণ্ড নিয়মাচার এবং উৎপাদন পঞ্জিকা ও খণ্ড পরিশোধসূচি ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (যথাক্রমে পরিশিষ্ট 'গ', 'চ', 'ছ', 'ট' এবং 'ণ')। উল্লেখ্য, উক্ত নিয়মাচারসমূহে প্রদত্ত সময়সীমায় বাংলা এবং ইংরেজি তারিখের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে বাংলা তারিখই অনুসরণীয় হবে।

অঞ্চল ভেদে বাস্তবতার নিরিখে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে খণ্ড নিয়মাচারে ফসলভিত্তিক নির্ধারিত খণ্ড/বিনিয়োগের পরিমাণ ২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি/হ্রাস করা যাবে। নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে বর্ণিত জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

##### ৩.১.৩। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে খণ্ড বিতরণ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ, তদারকি ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা পরিশিষ্ট 'চ' তে সংশ্লিষ্ট হলো। তবে, সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ কাল ও পরিশোধসূচি স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারবে। অঞ্চলভেদে শস্য বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কারণে শস্য বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।

##### ৩.১.৪। মিশ্র ফসল/সাথি ফসল/রিলে চাষ

যে সকল অঞ্চলে মূল ফসলের পাশাপাশি একই সময়ে একই জমিতে অন্য একটি সাথি ফসল উৎপাদন সম্ভব, সে সকল এলাকায় আগ্রহী কৃষকদেরকে মূল ফসলের জন্য প্রদত্ত খণ্ডের সাথে সাথি ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে। এ জন্য পরিশিষ্ট 'ছ' এ বর্ণিত সাথি ফসলের খণ্ড নিয়মাচার অনুসরণযোগ্য। উক্ত পরিশিষ্টে উল্লেখ নেই এমন মিশ্র ফসল/সাথি ফসল/রিলে চাষের ক্ষেত্রে নিয়মাচারের বিষয়ে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে ব্যাংক কৃষি খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

##### ৩.১.৫। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)

খাদ্য উৎপাদনে দেশের সফলতা অব্যাহত রাখা এবং জনগণের জন্য সুযম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলু, ডাল, তেলবীজজাত খাদ্য, ভুট্টা ইত্যাদির বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য 'শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচি'র মাধ্যমে উক্ত ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সাধারণ খণ্ড/বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে।

##### ৩.১.৬। আবর্তনশীল শস্য খণ্ড বিতরণ সীমা ও পদ্ধতি

কৃষি খণ্ড প্রদান/বিনিয়োগের অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ৩ (তিনি) বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল শস্য খণ্ডসীমা পদ্ধতি (Revolving crop credit limit system) প্রচলন করা হয়েছে। অবিরাম ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এ পদ্ধতির আওতায় খণ্ড সুবিধা পাবেন। এই খণ্ড বিতরণের জন্য ইতোপূর্বে বিতরণকৃত সকল শস্য খণ্ড/বিনিয়োগের সমুদয় সুদাসল আদায় করে পুনঃ ডকুমেন্টেশন ব্যতিরেকেই খণ্ড নবায়নপূর্বক পুনরায় খণ্ড মঞ্জুরি ও বিতরণ করা যাবে। খণ্ড/বিনিয়োগ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ তাদের শাখা ব্যবস্থাপকদের নিকট ক্ষমতা অর্পণ (Power delegate) করবে। খণ্ড/বিনিয়োগ মঞ্জুরির পর উৎপাদন পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলে এবং খণ্ড/বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ পুনরায় ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে পারবেন। এ সুবিধার আওতায় খণ্ড/বিনিয়োগের জামানত, খণ্ড/বিনিয়োগের সীমা, সুদ/মুনাফার হার ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালার আলোকে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রণয়ন করবে।

### ৩.১.৭। উচ্চমূল্য ফসল (High value crops) খাতে খণ্ড বিতরণ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর বর্ণনানুযায়ী উচ্চমূল্য ফসল বলতে একর প্রতি উৎপাদিত গতানুগতিক বোরো (শীতকালীন) ধানের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং অধিক বাজার সম্ভাবনাময় ফসলকে বুঝায়। যেমন: ফলমূল, রকমারি ফুল, সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছগাছড়া, ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদি। উচ্চমূল্য ফসল খাতে খণ্ড বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখবে এবং খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করবে। বিশেষ বিশেষ সবজি (করলা, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাঁজর, ফুলকপি, বরবটি, শিম, মটরশুটি, চেঁড়শ, পটল, আলু, মিষ্টিকুমড়া, টমেটো, ব্রাকলি, কাঁকরোল, ক্যাপসিকাম, শসা), ফল (কলা, লেবু, পেয়ারা, বরই, লিচু, আম, পেঁপে, তরমুজ, মাল্টা, সফেদা, বাটুকুল, স্ট্রবেরি, বুবেরি, কমলা, আমড়া, রাষ্যুটান, লটকল, ড্রাগন ফল), মসলা (আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া, জিরা, কালোজিরা), তেলবীজ (উফশী সূর্যমুখী, চিনাবাদাম ও ওয়েল পাম), কাজু বাদাম এবং পোলাও এর সুগন্ধি চাল, উফশী ভুট্টা, মুগ ডাল, চুইবাল ইত্যাদি উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিবেচিত। উল্লেখ্য, সংযুক্ত খণ্ড নিয়মাচারে অভ্যন্তরীণ নেই এমন উচ্চমূল্য ফসল চামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে খণ্ডের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক খণ্ড বিতরণ করতে পারে।

### ৩.১.৮। টিস্যু কালচার খাতে খণ্ড বিতরণ

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই স্বল্পব্যয়ে আলু, স্ট্রবেরি ও ইক্সুসহ কিছু কিছু ফল ও ফুল গাছের উন্নতমানের বীজ/চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার খাতে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ মূলত পুঁজিযন হলেও তা কিছুটা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের বীজ/চারা সরবরাহের মাধ্যমে কৃষকের উপকারে আসতে পারে। বিনিয়োগ ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক কৃষি খণ্ডের আওতায় টিস্যু কালচার খাতে ব্যাংকসমূহ খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

### ৩.১.৯। পাট চাষ খাতে খণ্ড বিতরণ

বাংলাদেশের আবহাওয়া পাট চামের উপযোগী হওয়ায় পৃথিবী জুড়ে বাংলাদেশী পাটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পাট চামের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। যে সকল অঞ্চলে পাট চাষ হয় সে সকল অঞ্চলে উন্নত পাট বীজ উৎপাদন, পাট চাষ, চামের সরঞ্জাম ত্রয় খাতে ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

### ৩.১.১০। ওয়েলপাম চামে খণ্ড বিতরণ

সারাদেশে পরিকল্পিতভাবে ওয়েলপাম চাষ এবং আঙুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত ওয়েলপাম প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা ভোজ্য তেলের স্থানীয় চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে ওয়েলপাম চাষে আগ্রহী কৃষকদেরকে ব্যাংকসমূহ খণ্ড নিয়মাচার অনুসরণ করে মধ্য/দীর্ঘমেয়াদি খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করবে।

### ৩.১.১১। আম, লিচু ও পেয়ারা চামে খণ্ড বিতরণ

আম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ফল। দেশের প্রায় সর্বত্রই কমবেশি আম উৎপাদন হয়। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে আম চাষ করা হয়। এসব অঞ্চলে উৎপাদিত আম বর্তমানে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে আমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে আম রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সাধারণত এপ্রিল-জুলাই মাসে আমের আবাদ শুরু হয় এবং মে-আগস্ট মাসে পাকা আম বাজারে পাওয়া যায়। তবে বাণিজ্যিকভাবে আম চামের জন্য প্রায় সারা বছর আমবাগানের পরিচর্যা প্রয়োজন। বছর ধরে জমি তৈরি, সেচ প্রদান, সার ও কীটনাশক প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান থাকে। এ সকল কারণে উৎপাদন মৌসুম ছাড়াও অন্যান্য সময়ে বাণিজ্যিকভাবে আম চামের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন। পরিকল্পিতভাবে আমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আম চাষিদের অনুকূলে সারা বছর খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে। তবে, এ ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে খণ্ড নিয়মাচার অনুসরণ করতে হবে।

লিচু দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ফল। পরিকল্পিতভাবে লিচুবাগান করতে হলে চারা রোপণ থেকে শুরু করে সারা বছর জমি তৈরি, কীটনাশক প্রদান, সার প্রয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। সারা বছর ধরেই লিচু চাষে অর্থায়ন প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে, লিচু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিচু চাষিদের অনুকূলে সারা বছর খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।

পেয়ারা ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান সমূহ একটি জনপ্রিয় ফল। পেয়ারা চাষে বাগান পরিচর্যার জন্য সারা বছরই অর্থায়ন প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে, ব্যাংকসমূহ পেয়ারা চাষের খণ্ড নিয়মাচার অনুসারে সারা বছর খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করবে।

### ৩.১.১২। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে খাণ বিতরণ

বাংলাদেশে সারা বছরই বিভিন্ন ধরণের সবজি/ফল উৎপাদিত হয়। এ সকল সবজি/ফল সাধারণত মৌসুম অনুযায়ী উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশ এইকালচারাল রিসার্চ ইনসিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেসরকারি রিসার্চ ইনসিটিউটের ক্রমাগত গবেষণার ফলে এ সকল সবজি/ফলের অমৌসুমি জাতও আবিস্কৃত হয়েছে। সবজি/ফলের অমৌসুমি জাত চাষাবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এ নীতিমালা ও কর্মসূচি'তে সংযোজিত খাণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি খাণসীমার অধিক ব্যয় হয়। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা বিবেচনায় এ ধরণের অমৌসুমি সবজি/ফলের চাষাবাদ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ এ খাতে কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। অমৌসুমি সবজি/ফলের চাষাবাদে খাণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে খাণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি খাণ সীমার অনধিক ২৫% পর্যন্ত বেশি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

### ৩.১.১৩। ঘৃতকুমারী (Aloe Vera) এবং লাকি ব্যামু চাষে খাণ বিতরণ

Aloe Vera একটি বহুবর্ষজীবী (Perennial) গাছ যা শুক্র অঞ্চলে জন্মে থাকে। সারা পৃথিবীতে এর ঔষধি গুণ বিশেষভাবে সমাদৃত। ঘৃত কুমারী চাষে কৃষি খাণ বিতরণের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত খাণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। এছাড়াও, লাকি ব্যামু চাষের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে খাণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশেৱাধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক খাণ বিতরণে করতে পারবে।

### ৩.১.১৪। ড্রাগন ফল চাষে খাণ বিতরণ

বিগত বেশি করেক বছর ধরে ড্রাগন ফল চাষ হাইভ্যালু ফল হিসাবে এদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এ ফল চাষ সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ড্রাগন চাষে কৃষি খাণ বিতরণের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত খাণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

### ৩.১.১৫। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) খাণ বিতরণ

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ও রপ্তানি পণ্য। দেশের বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম এবং উত্তরাঞ্চলে চা চাষ হয়। চা চাষের উপযোগী জমিতে চায়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভব, যার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে চা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। নতুন চা বাগান তৈরি এবং বাগানের সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চায়ের সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত কার্যক্রমে কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে। চা বাগান তৈরির জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ যথা: চায়ের চারা উৎপাদন, রোপণ ও পরিচর্যা, প্রচ্ছিং, প্লাকিং ইত্যাদি কৃষি খাতের (৬০%) আওতায় পড়বে। তবে প্লাকিংকৃত সবুজ চাপাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপটি শিল্প (৪০%) পর্যায়ে পড়বে। চা চাষে কৃষি খাণ বিতরণের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত খাণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। এই খাণ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদে শুধুমাত্র চা চাষ উপযোগী জমিতে নতুন বাগান তৈরি বা বাগানের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

### ৩.১.১৬। ছাদকৃষিতে অর্থায়ন

ভবনের ছাদে বিভিন্ন কৃষি কাজ করা একটি নতুন ধারণা। বর্তমানে শহরাঞ্চলে ছাদকৃষির জনপ্রিয়তা উত্তোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত বাড়ির ছাদে অথবা বেলকনিতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ফুল, ফল ও শাক-সবজির যে বাগান গড়ে তোলা হয় তা ছাদবাগান হিসেবে পরিচিত। যাদের চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমি নেই, কিন্তু নিজ হাতে কৃষি কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ছাদকৃষি একটি উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা। শহরাঞ্চলে বাড়ির ছাদে বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। পাশাপাশি ছাদকৃষি পরিবেশ রক্ষা এবং বায়ুদূষণ প্রতিরোধেও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রেক্ষিতে ছাদকৃষিতে অর্থায়নের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ খাতে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগের জন্য গ্রাহকের চাহিদা যাচাই-বাচাই করে বাস্তবতার নিরিখে ব্যাংক খাণের/বিনিয়োগের পরিমাণ ও খাণ পরিশেৱাধসূচি নির্ধারণ করবে।

### ৩.১.১৭। বিশেষ/অর্থাধিকার ফসলের জন্য রেয়াতি সুদ হারে খাণ বিতরণ

দেশে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় এসব পণ্য আমদানি বাবদ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। কৃষকদের এ ধরণের ফসল চাষকে উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে কৃষি খাণ বিতরণে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ও বিদেশি ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ দিতে

সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি খাণের ওপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদ হার ৪% এ নির্ধারণ করা হয়। এ খাতে খাণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারের জন্য ২২ মে ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-২ এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খাণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধা গ্রহণ করে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য খাণ বিতরণ করতে পারবে। সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি খাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে মূল অনুসরণীয় বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

### ৩.১.১৭.১। খাণ বিতরণ ও আদায়

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪% হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবে:

- ক) ডাল জাতীয় ফসল: মুগ, মশুর, খেসারি, ছেলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর ইত্যাদি।
- খ) তৈলবীজ জাতীয় ফসল: সরিষা, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন ইত্যাদি।
- গ) মসলা জাতীয় ফসল: আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, জিরা ইত্যাদি।
- ঘ) ভুট্টা।

(২) উল্লিখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে:

ক) একর প্রতি উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে খাণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, খাণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারিকৃত কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত খাণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

খ) প্রকৃত খাণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদের জন্য উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় খাণের/বিনিয়োগের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ নিজস্ব সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১% হারে এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ নিজস্ব সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খাণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ০.৫০% হারে আলোচ্য খাতে খাণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এ নীতিমালা জারির ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খাণ বিভাগকে অবহিত করবে। পরবর্তীতে কৃষি খাণ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ শাখাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা বন্টন করে যথাযথ নির্দেশনা জারি করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ অঙ্গগতির মাসিক তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে এবং এ বিভাগে মাস ভিত্তিক বিবরণী প্রেরণ করবে।

গ) কৃষি খাণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন: কৃষক প্রতি খাণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রতিক্রিয়াকরণের সময়কাল, খণ্ডনাত্মক যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, খাণ বিতরণ, খাণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় ইত্যাদি এ সব ফসলের ক্ষেত্রেও যথাযৌক্তি অনুসৃত হবে।

### ৩.১.১৭.২। রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত খাণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ

(১) ব্যাংকসমূহ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে গ্রাহক পর্যায়ে রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত খাণের আদায়কৃত সময়ব্যবহৃত খাণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালায় প্রযোজ্য সুদ হারের তুলনায় প্রকৃত সুদ ক্ষতি বাবদ অর্থ ভর্তুক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত খাণের বিস্তারিত তথ্য যেমন: খণ্ডনাত্মক ভিত্তিক বিবরণী (গ্রাহকের মোবাইল নম্বর থাকলে তা উল্লেখপূর্বক) এবং শাখাভিত্তিক মোট খাণের সংখ্যা, খাণ মঞ্জুরির সময়কাল, বিতরণকৃত খাণের মোট পরিমাণ, সময়ব্যবহৃত খাণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (Random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত খাণের ন্যূনপক্ষে ১০% খাণ সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত খাণের মধ্যে যে পরিমাণ খাণ নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হয়নি বলে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করে তা দাবীকৃত মোট খাণের ওপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে। এই হিসাবের ভিত্তিতে

বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট পুনর্ভরণের দাবী পেশ করবে। [আমদানি বিকল্প ফসল খাতে বিতরণকৃত খণের সুদ হার ১০% এর অধিক হলে, গ্রাহক কর্তৃক ৪% সুদ এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুদক্ষতি হিসেবে ৬% ব্যাংককে প্রদান করা হবে। ৬% এর অতিরিক্ত সুদক্ষতি ব্যাংক তার নিজস্ব কর্পোরেট সোসাইল রেসপন্সিবিলিটির (CSR) আওতায় সমন্বয়পূর্বক এসএফডি সার্কুলার নং-০১/২০২২ এর মাধ্যমে জরিকৃত সিএসআর সংক্রান্ত নীতিমালার “অন্যান্য” খাতের আওতায় প্রদর্শন করবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের আবেদন পাওয়া সাপেক্ষে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।]

- (৩) খণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুন্দে বিতরণকৃত খণগ্রাহীদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যেমন: মোট খণগ্রাহীদের সংখ্যা, খণগ্রাহীদের ঠিকানা, জমির পরিমাণ, খণ মঞ্চের ও বিতরণকৃত খণের পরিমাণ, খণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া, খণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ খণ মনিটরিং সেলেও প্রেরণ করবে।
- (৪) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষিদের অনুকূলে রেয়াতি সুন্দে প্রদত্ত খণের সম্বুদ্ধের নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য খণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারিকির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- (৫) মঞ্চের সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে ছেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত খণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোনো খণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার ওপর রেয়াতি সুন্দ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোন্তীর্ণ বকেয়ার ওপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুন্দ হারাই খণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।
- (৬) উপর্যুক্ত ব্যবস্থার অধীনে খণ বিতরণ এবং সুদাসল যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারিকি জোরাদার করতে হবে।
- (৭) ৪% হারে বিতরণকৃত খণের সম্বুদ্ধের যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ খাতে খণ গ্রাহণকারী কৃষকদের তালিকা ব্যাংক স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে। খণের সম্বুদ্ধের হয়নি বলে কোনো কৃষক সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট খণের ক্ষেত্রে রেয়াতি ৪% হারের পরিবর্তে স্বাভাবিক সুন্দ হার প্রযোজ্য হবে।
- (৮) একজন কৃষক অন্য কোনো ফসল চাষের জন্য খণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে উপর্যুক্ত রেয়াতি সুন্দ হারে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ৪% রেয়াতি সুন্দ হারে খণ দেওয়া যাবে।
- (৯) MFI এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ খাতে খণ বিতরণের ক্ষেত্রেও কৃষক পর্যায়ে ৪% সুন্দ হার নিশ্চিত করতে হবে।

### ৩.১.১৮। পান চাষের জন্য খণ বিতরণ

পান চাষ তুলনামূলকভাবে লাভজনক হওয়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেক কৃষক পান চাষের সাথে জড়িত। উৎপাদিত পান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে। দেশে সাধারণভাবে বরাজে পান চাষ করা হয়ে থাকে। সিলেট অঞ্চলে আদিবাসীরা অন্য গাছের গায়ে লাতানো পদ্ধতিতে পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণ পান চাষ হয়ে থাকে। পান চাষের ক্ষেত্রে খণ বিতরণ/বিনিয়োগের জন্য বিদ্যমান খণ নিয়মাচার অনুসরণ করতে হবে। বরাজে পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খণ সরবরাহের পাশাপাশি ব্যাংকসমূহ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পানচাষিদেরকে একক/দলভিত্তিতে খণ বিতরণ/বিনিয়োগ করবে।

### ৩.১.১৯। মধু চাষের জন্য খণ বিতরণ

যেসব এলাকায় মধু চাষ করা হয়ে থাকে অথবা মধু চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় মৌচাষিদের অনুকূলে প্রয়োজনীয় খণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট ‘ঙ’ দ্রষ্টব্য) অনুসরণ করে খণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে। ছোট আকারে মৌমাছি পালন ও মধু চাষিদেরকে একক/গ্রহণভিত্তিতে খণ বিতরণ করতে হবে। একক ব্যক্তিকে খণ বিতরণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং গ্রহণভিত্তিতে খণ বিতরণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করে সর্বোপরি ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো এ খাতে খণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

### ৩.১.২০। মাশরুম চাষের জন্য খণ বিতরণ

খাদ্য চাহিদা, পুষ্টিগত দিক ও বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষেপয়োগিতা বিবেচনায় এবং বেকারত্ব নিরসনে ক্ষুদ্র উদ্যোগে মাশরুম চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক খণের প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যে মাশরুম চাষে খণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে। খণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের অধাধিকার প্রদান করতে হবে। মাশরুম চাষে আঞ্চলীয় কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ খাণ নিয়মাচার অনুসরণ করে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

### ৩.১.২১। নেপিয়ার ঘাস চাষে খাণ বিতরণ

বর্তমানে দেশে গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ঘাসের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বাণিজ্যিকভাবে ঘাস উৎপাদন লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে ঘাসের চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে ঘাস চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক খাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে লক্ষ্যে নেপিয়ার ঘাস চাষে খাণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত খাণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট ‘এ’র) অনুসারে কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

### ৩.১.২২। রেশম চাষে খাণ বিতরণ

রেশম জাতীয় বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহীসহ যে সব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় ব্যাংকসমূহ রেশম চাষ/রেশম কীট উৎপাদন, ভুঁত গাছের চাষ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে খাণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডে খাণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া, বাণিজ্যিকভাবে রেশম উৎপাদনের জন্য সংযুক্ত খাণ নিয়মাচার অনুসরণ করে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

### ৩.১.২৩। তুলা চাষে খাণ বিতরণ

তুলা একটি অর্থকরী ফসল। এটি বাংলাদেশের বন্ধ খাতের অপরিহার্য কঁচামাল। দেশে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের ঘাটতি মেটাতে তুলা আমদানিতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মূদ্রা ব্যয় করতে হয়। চাহিদার প্রায় পুরোটাই গুটিকয়েক দেশ থেকে আমদানি করতে হয় বিধায় তা আমাদের বন্ধ শিল্পে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে। ভবিষ্যতে তুলা রপ্তানিকারক দেশগুলো কর্তৃক যে কোনো ধরনের সংকোচনমূলক রপ্তানি নীতি গ্রহণের ফলে স্ট্রট সংকট মোকাবিলায় দেশে তুলা উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় খাণ সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ খাতে খাণ প্রদানের জন্য স্থানীয় তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা সংযুক্ত খাণ নিয়মাচার অনুসরণ করে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

### ৩.১.২৪। কাজু বাদাম চাষে খাণ বিতরণ

কাজু বাদাম একটি উচ্চ মূল্য ফল। দেশে এর চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা প্রধানত আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। তবে, দেশেও কাজু বাদাম চাষের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণ করা হলে বৈদেশিক মূদ্রা সঞ্চয় করা সম্ভব। কাজু বাদাম চাষাবাদের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

### ৩.১.২৫। রাম্ভুটান চাষে খাণ বিতরণ

লাভজনক হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এমন বিদেশি ফলের মধ্যে রাম্ভুটান অন্যতম। ট্রিপিক্যাল ও সাব-ট্রিপিক্যাল আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চল রাম্ভুটান চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পার্বত্য অঞ্চলীয় জেলাসহ বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও যশোর জেলায় এ ফলের চাষাবাদের সম্ভাবনা বিরাজ করছে। বর্তমানে এ ফলের চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আমদানি করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। রাম্ভুটান ফল চাষে আঞ্চলীয় কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

### ৩.১.২৬। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে খাণ বিতরণ

ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হলো যে সকল এলাকা দীর্ঘসময় যাবৎ জলমগ্ন অবস্থায় থাকে সে সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে বীজতলা তৈরি করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা। বাংলাদেশের নিচু অঞ্চল সমূহে বন্যা বা জোয়ার ভাটার কারণে জমি সারা বছর জলাবদ্ধ থাকে বিধায় এ সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে ভাসমান বীজতলা তৈরি করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশে ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী অঞ্চলসমূহ হচ্ছে বরিশাল, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জসহ দেশের অন্যান্য বন্যাপ্রবণ, খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ। এছাড়া নাজিরপুর, বানারীপাড়া, দেউলবাড়ী, দেবড়া, মালিখালী, পদ্মাডুবি, বিলডুমুরিয়া প্রভৃতি এলাকায় ভূপ্রকৃতিগত জলাভূমিতে বাণিজ্যিকভাবে ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজির চারা উৎপাদন করা যায়। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী সবজি ও ফসলসমূহ হচ্ছে লালশাক, পালংশাক, বিঙ্গা, মিষ্টিকুমড়া, টমেটো, করলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, বরবটি, বেগুন, লাউ, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। এছাড়া, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে আবাদী জমিসমূহ দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকায় ঐসব অঞ্চলের কৃষকরা সঠিক সময়ে আমন ধানের বীজ বপন করতে পারে না বিধায় এ সকল অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে আমন ধানের বীজ বপন করা হয়ে থাকে। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের জন্য ব্যাংকসমূহ উন্নিখিত অঞ্চলসহ অন্যান্য যে সকল এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হয় সে

সকল অঞ্চলে চাষিদের খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের খণ্ড নিয়মাচার এবং উৎপাদন পঞ্জিকা ও খণ্ড পরিশোধসূচি ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত (পরিশিষ্ট 'ট' ও 'ণ') করা হলো। সংযুক্ত খণ্ড নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন সবজি/মসলা বা ফসল চাষে খণ্ড প্রদনের জন্য ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে সবজি/মসলা বা ফসল চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে খণ্ডের পরিমাণ, বিতরণকাল, খণ্ডের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে।

### ৩.২ মৎস্য খাতে কৃষি খণ্ড বিতরণ নীতিমালা

#### ৩.২.১। মৎস্য চাষে খণ্ড বিতরণ

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিয়ের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। মাছের রেণু উৎপাদন, অবলুপ্ত প্রায় দেশি মাছ (কে, মাঞ্চ, শিং ইত্যাদি), রই জাতীয় মাছ, মনোসেক্স তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, পাবদা, গুলশা, বাগদা ও গলদা চিংড়িসহ অন্যান্য অপ্রচলিত মৎস্য ও Sea Weeds/সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদনে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে। সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তর হতে অনুমতি গ্রহণপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষ ও ভেনামি চিংড়ি পিএল উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্য বিবেচনায় এ চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে খণ্ড বিতরণ করা হবে। এছাড়াও, অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় শুরু করা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে খণ্ড সরবরাহের উদ্দেশ্যে মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও খণ্ড নিয়মাচার (পরিশিষ্ট 'ড' / ১ হতে 'ড' / ৩) ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। সংযুক্ত খণ্ড নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই এরপ মৎস্য চাষে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে খণ্ডের পরিমাণ, বিতরণকাল, খণ্ডের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষের পরামর্শপত্র অনুসারে খণ্ডের পরিমাণ, বিতরণকাল, খণ্ডের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যাবে। ইজারা পুরুরে মাছ/চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পুরুর বক্তীর পরিবর্তে ইজারা মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য চাষ খাতে খণ্ড প্রদান করা যেতে পারে। ব্যাংকসমূহকে মৎস্য খাতে মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১৩% খণ্ড বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

#### ৩.২.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে খণ্ড বিতরণ

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদি খণ্ড বিতরণে/বিনিয়োগে ব্যাংকগুলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া, ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে-মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুরু মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদেরকে প্রয়োজনে গ্রহণভিত্তিতে খণ্ড সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

#### ৩.২.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে মৎস্য চাষে খণ্ড বিতরণ

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবীদের খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। মৎস্যজীবীরা যাতে খণ্ড প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী কৃষি খণ্ড প্রোডাক্ট উভাবন করে খণ্ড বিতরণ করতে হবে।

#### ৩.২.৪। খাঁচায় মাছ চাষে খণ্ড বিতরণ

সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তি হলো খাঁচায় মাছ চাষ। সম্প্রতি চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে থাইল্যান্ডের প্রযুক্তি অনুকরণে খাঁচায় মাছ চাষের সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা এবং নাটোরের চলনবিলে খাঁচায় মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে, নদী ও সমুদ্রসহ উপযোগী জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষে ব্যাংকগুলো খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট 'জলমহাল' (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯' এর আলোকে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে খণ্ড বিতরণ করতে হবে। স্থানীয় মৎস্যচাষি এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে খণ্ডের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

### ৩.২.৫। উপকূলীয় এ্যাকোয়া-কালচার খাতে খণ্ড বিতরণ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিদ্যমান চাষকৃত মৎস্য প্রজাতিসহ উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় আরও অনেক মৎস্য প্রজাতিকে এ্যাকোয়া-কালচার এর আওতায় এনে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণসহ রঞ্জনি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কাঁকড়ামাটির কাঁকড়া চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ (crab fattening), ভেটকি ও বাটা জাতীয় মাছ চাষ এবং Sea Weeds/সামুদ্রিক শৈবাল চাষ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ পর্যাপ্ত না হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মূলধনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হলে সমুদ্রে অপ্রচলিত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের রঞ্জনি আয় বাড়ানো সম্ভব।

উপকূলীয় এলাকার ব্যাংকের শাখাসমূহ স্থানীয় মৎস্যচাষী ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে খাদের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

### ৩.২.৬। পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে খণ্ড বিতরণ

কোনো উন্নত বা আবদ্ধ জলাশয়ে এক বা একাধিক দিক বাঁশের বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোনো উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত জলাশয়ে মাছ মজুদ করে চাষ করাকে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ বলে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের খালে, মরা নদীতে, হাওর, বাওড়, বন্যা প্রাবিত জলাভূমিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে।

ব্যাংকসমূহ পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষী/মৎস্যচাষিদেরকে সহজ শর্তে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। খাদের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংক নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারে।

### ৩.২.৭। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে খণ্ড বিতরণ

মাছ চাষের আধুনিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ অন্যতম। এটা বৃহদাকার ড্রাম বা ট্যাংকে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের একটি আধুনিক প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে সাধারণ পুরুরের চেয়ে একই পরিমাণ আয়তনে কয়েক গুণ বেশি মাছ চাষ করা সম্ভব। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে।

মৎস্য চাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। ব্যাংকসমূহ এ খাতে খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মৎস্যচাষী ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে খাদের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

### ৩.২.৮। কাঁকড়া, কুচিয়া, সিবাস (Seabass) ও অন্যান্য অপ্রচলিত মৎস্য চাষে খণ্ড বিতরণ

কাঁকড়া ও কুচিয়া বর্তমানে দেশের অন্যতম রঞ্জনিযোগ্য পণ্য। মৎস্যের সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষেত্র দুইটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের মাধ্যমে খামারিগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি দেশের রঞ্জনি আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

এছাড়াও, সিবাস বা ভেটকি বা কোরাল মাছ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় সামুদ্রিক মাছ। এ মাছ কম কাঁটাযুক্ত, দ্রুত বর্ধনশীল ও খেতে সুস্বাদু বলে এর বাজারমূল্য বেশি। আর্জাতিক পর্যায়েও এ মাছের ব্যাপক চাহিদা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এই মাছটি লবণের মাত্রা ০ পিপিটি হতে ৩৫ পিপিটি লবণাক্ততায় জীবনচক্র চালিয়ে যেতে পারে। সে প্রক্ষিতে উপকূলীয় এলাকায় চাষের জন্য মাছটি বিশেষভাবে উপযুক্ত। দেশের হ্যাচারিতে সম্প্রতি এ মাছটির পোনা উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা উপর্যুক্ত খাত হিসেবে কাঁকড়া ও কুচিয়া বিশেষভাবে অগ্রগত্যে। অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে কাঁকড়া ও কুচিয়া চিন, হংকং, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রঞ্জনি করা হয়। কাঁকড়া ও কুচিয়া রঞ্জনি আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে পারে। মৎস্যচাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ কাঁকড়া, কুচিয়া, সিবাস ও অন্যান্য অপ্রচলিত মাছ চাষের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষিদেরকে সহজ শর্তে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্যচাষী এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে পরামর্শ করে খাদের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাংকসমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

### ৩.২.৯। ভেনামি চিংড়ি চাষে খণ বিতরণ

সম্প্রতি দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছে। দেশে এ চিংড়ি চাষসহ উৎপাদিত ভেনামি চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ভেনামি চিংড়ি চাষের মাধ্যমে খামারিগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। ভেনামি চিংড়ি একটি উচ্চ ফলনশীল চিংড়ি প্রজাতি যা দেশের উপকূলীয় এলাকায় চাষের উপযুক্ত। উল্লেখ্য, দেশে বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অধিক ঘনত্বে নিরিডু বা আধা নিরিডু পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে জৈব নিরাপত্তা (Bio Security), পরিবেশগত নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। বিদ্যমান 'বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ নির্দেশিকা' অনুসারে মৎস্য অধিদণ্ডের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এ চিংড়িচাষে খণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে। মৎস্যচাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ ভেনামি চিংড়ি চাষের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষিদেরকে সহজ শর্তে খণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

### ৩.২.১০। শুঁটকি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

শুঁটকি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যজাত পণ্য। খাতটি হতে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা হয়। বর্তমানে শুঁটকি উৎপাদনকারীগণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যার মধ্যে পুঁজি স্বল্পতা অন্যতম। শুঁটকি উৎপাদনকারীসহ এ খাতে জড়িত রয়েছে কাঁচামাল সরবরাহকারী, পুরুষ ও নারী শ্রমিক, আড়তদার, বিক্রয়কারী, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিক্রেতাসহ অসংখ্য সুফলভোগী।

সে প্রেক্ষিতে, ব্যাংকসমূহ শুঁটকি উৎপাদন খাতে খণ বিতরণের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ছানীয় মৎস্যচাষি ও মৎস্য অধিদণ্ডের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে খণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

### ৩.২.১১। মুক্তাচাষে খণ বিতরণ

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে মুক্তার চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে জলাশয় বিশেষত অভ্যন্তরীণ মিঠা পানির জলাশয় মুক্তাচাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। দেশে চাহিদা ও সম্ভাবনা বিবেচনায় স্বাদু পানিতে রাইস পার্ল ও ইমেজ পার্ল জাতীয় মুক্তাচাষ পদ্ধতি সম্প্রসারিত হচ্ছে। স্বল্প পুঁজিতে একক ফসল ও সাথি ফসল উভয় হিসেবে মুক্তার চাষ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকভাবে দেশে স্বাদু পানিতে মুক্তাচাষ পদ্ধতির ব্যাপক সম্প্রসারণ সম্ভব। মুক্তাচাষ পদ্ধতি এবং ম্যান্টল টিস্যু অপারেশন সংক্রান্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারিক জ্ঞান মুক্তাচাষের ক্ষেত্রে অতীব জরুরি।

সে প্রেক্ষিতে উপযোগী জলাশয়ে মুক্তাচাষে ব্যাংকগুলো খণ বিতরণ করতে পারে। ছানীয় মৎস্যচাষি এবং মৎস্য অধিদণ্ডের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে খণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

### ৩.৩। প্রাণিসম্পদ খাতে কৃষি খণ বিতরণ নীতিমালা

#### ৩.৩.১। প্রাণিসম্পদ খাতে খণ বিতরণ

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় ডিম, মাংস ও দুর্ঘ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাংকসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে সংযুক্ত খণ নিয়মাচার অনুযায়ী খণ বিতরণের/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন পশু-পাখি লালন পালনের খরচ নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিজকৃত জমিতে খামার স্থাপন/পরিচালনার ক্ষেত্রে জমির ভাড়া গ্রাহক ও লিজ প্রদানকারী ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী খণ কর্মসূচির অধীনে ব্যাংকসমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ২০% প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণ করতে হবে।

### ৩.৩.২। গবাদি পশু

- ক) হালের বলদ ক্রয়, দুষ্ক খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ, গয়াল, গাড়ল ও দুম্বা পালন ইত্যাদিতে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাংক গ্রহণ করবে।
- খ) গরুর পাশাপাশি মহিষ পালন একটি লাভজনক খাত। গরুর মতো মহিষ হতেও দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। পাশাপাশি হালচাষ এবং গ্রামীণ পরিবহণেও মহিষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরিবেশগত ও প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাখ্বলসহ যে সকল এলাকায় মহিষ পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় মহিষ পালনের জন্য সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।
- গ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রাণ্ত অফিসার বা একজন ভেটেরিনারি চিকিৎসক কর্তৃক সময়ে সময়ে গরু/ছাগলের খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রাহকদের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে খাণ প্রদানের জন্য খাণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ফেরে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুসরণ করবে (পরিশিষ্ট 'ঠ'/৭ হতে 'ঠ'/১৩) ও প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

### ৩.৩.৩। পোলাট্রি খাত

ডিম ও মাংস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে পোলাট্রি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে পোলাট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ কার্যক্রম কর্মসংঘান সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পোলাট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে প্রাণিসম্পদের নিম্নবর্ণিত খাত/উপকারসমূহে খাণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

- ক) হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন ও হাঁস-মুরগির খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া তিতির, কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদি লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য খাণ বিতরণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোলাট্রি খাতে কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
- খ) পরিবেশগত ও প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের বিল এবং জলাধার এলাকাসহ যে সব এলাকায় পারিবারিক উদ্যোগে হাঁস পালন লাভজনক সে সব এলাকায় হাঁস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
- গ) পোলাট্রি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহের মধ্যে ব্রয়লার মুরগি, লেয়ার মুরগি, তিতির, সোনালি মুরগি এবং হাঁস পালনে খাণ প্রদানের জন্য খাণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি (পরিশিষ্ট 'ঠ'/১ হতে 'ঠ'/৪ এবং 'ঠ'/৬) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদস্তে সংযুক্ত করা হলো। অন্যান্য খাতসমূহে খাণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি নির্ধারণে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

### ৩.৩.৪। টার্কি পাখি পালনে খাণ বিতরণ

বাংলাদেশে টার্কি পাখি পালন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। টার্কি পাখি পালনের জন্য উন্নত অবকাঠামোর দরকার হয় না এবং তুলনামূলক খরচ কম হওয়ায় খামারিয়া টার্কি পালনে উদ্বৃদ্ধ হচ্ছে। টার্কির মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি এবং চর্বির আধিক্য কিছুটা কম হওয়ায় এটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে খামার করে টার্কি পালনে লাভবান হচ্ছে খামারিয়া। টার্কি পাখি পালন একদিকে যেমন গরু বা খাসির মাংসের বিকল্পরূপে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করছে অন্য দিকে কর্মসংঘান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টার্কি পাখি পালনের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে টার্কি পাখি পালনে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে খাণ প্রদান করা যেতে পারে:

- ক) টার্কি পাখি ক্রয়, ছোট আকারের স্থাপনা নির্মাণ (সর্বোচ্চ ১০০০টি টার্কি পাখি পালনের জন্য) এবং খাদ্য, টিকা ও ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে খাণ বিতরণ করা যেতে পারে।
- খ) টার্কি পালনে তুলনামূলক খরচ কম, মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বেশি ও বায়েলাইনভাবে দেশি মুরগির মত পালন করা যায় বিধায় দেশের সকল অঞ্চলে এ খাতে প্রয়োজনীয় খাণ বিতরণ করা যেতে পারে।
- গ) টার্কি পালনে অন্যান্য পাখির তুলনায় রোগবালাই কম এবং খামারের বুঁকি কম হওয়ায় পারিবারিক উদ্যোগে টার্কি পালন খাতে প্রয়োজনীয় খাণ বিতরণ করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে খাণ বিতরণের জন্য খাণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ পরিশিষ্ট-ঠ' / ৫ মোতাবেক নিজেরাই; প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাদিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

### ৩.৪। কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত

#### ৩.৪.১। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে খাণ বিতরণ

সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ২% খাণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে। চাষাবাদ পদ্ধতি আধুনিকায়ন, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে যথাসময়ে ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণে গভীর/অগভীর/ হস্তচলিত নলকৃপ, ট্রেল পাম্প ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহারকারী পর্যায়ে কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন: ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বারি সিডার (বীজ বপন যন্ত্র), বারি উইডার (আগাছা নিড়িনি যন্ত্র), অটোমেটিক সিডলিং নার্সারি মেশিন ইত্যাদি উপ-খাতে কৃষি উৎপাদনে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় খাণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস ও এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের খাণ বিতরণ/বিনিয়োগের বিষয় বিবেচনা করতে পারবে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে ব্যাংকসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্যবহারকারী পর্যায়ে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে প্রদত্ত খাণ কৃষি খাণ হিসাবে গণ্য হবে। অন্যের জমিতে ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এ সব যন্ত্রপাতি খাতে বিতরণকৃত খাণ কৃষি খাণ হিসেবে গণ্য করা হবে না। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে খাণ/বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

#### ৩.৪.২। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে খাণ বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরি হলে অনেক সময় ক্ষয়ক ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট এ ধরনের বেশ কিছু যন্ত্র উন্নাবন করেছে (যেমন: পাওয়ার ফ্রেসার, পাওয়ার উইনোয়ার ও ড্রায়ার ইত্যাদি)। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র ক্রয়ের জন্য কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে।

#### ৩.৪.৩। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে খাণ বিতরণ

সেচ যন্ত্র চালাতে সাধারণত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, সেই সকল এলাকায় সাধারণত ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে, শুকনো মৌসুমে সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায় বিধায় প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সশ্রয়ী। ব্যাংকসমূহ সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মেয়াদি কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

#### ৩.৪.৪। কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার

কৃষি খাতে জ্বালানি সংকট মোকাবেলা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার প্রসারের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সৌর শক্তি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় অন্যসর ও বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন এলাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম খাতে বিতরণকৃত খাণসমূহ কৃষি খাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

#### ৩.৪.৫। কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষি পণ্য পরিবহণ খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে খাণ বিতরণ

গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রাচীন চাষিদের বেশিরভাগই এত দরিদ্র যে, তাদের পক্ষে এককভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে সাধারণত কিছু অর্থবান কৃষকেরা ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করে নিজে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিয়োগে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করতে দেয়। তবে, নিজস্ব অর্থায়নে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে এ ধরনের কৃষকের সংখ্যা অপ্রতুল। এ কারণে ব্যাংকসমূহ কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য প্রদত্ত কৃষি খাণ শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তিকে একক অথবা দলগতভাবে প্রদান করতে পারে যাতে তারা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে নিজের জমিতে ব্যবহার করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিয়োগে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করে খাণ পরিশোধে সক্ষম হতে পারে। অধিকস্তুতি, গ্রাম-ভিত্তিক কৃষি পণ্য পরিবহণ খাতে দলগতভাবে কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।

এ খাতে এক বা একাধিক কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদে একক অথবা দলগতভাবে প্রদত্ত সর্বোচ্চ খানের পরিমাণ নির্দিষ্ট কৃষিযন্ত্রের বাজারমূল্যের অধিক হতে পারবে না। তাছাড়া, কোন কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি একই ধরণের একটির বেশি কৃষি যন্ত্র ক্রয়ের জন্য খাণ সুবিধা পাবেন না এবং খাণ বিতরণ/বিনিয়োগের বিষয়টি ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

### ৩.৫। সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি খাণ নীতিমালা

জনসংখ্যার আবাসন সমস্যার সমাধান, ক্রমহাসমান কৃষি জমির পরিমাণ, কৃষি উপকরণের দুষ্পাপ্যতা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষি খাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ খাতে বিভিন্ন ধরণের উভাবনী পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষক/উদ্যোক্তা কর্তৃক সমন্বিত কৃষি প্রকল্প পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করা হচ্ছে।

সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থা হলো এমন এক কৃষি ব্যবস্থা যাতে কৃষির বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে চাষাবাদ করা হয়। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে এক খাতের বর্জ্য/অপ্রয়োজনীয় অংশ অন্য খাতে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় বলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় যা ফার্মের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়াও বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে চাষাবাদ করা হয় বলে এ ধরণের প্রকল্প থেকে সারা বছর ধরেই আয় করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ মাটির উর্বরতা ধরে রাখতে সহায়তা করে, একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কৃষি বর্জ্য হ্রাস করাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। অর্থাৎ সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থা জনপ্রিয় করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, কৃষি উৎপাদন খরচ হ্রাস, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ বহুবিধ সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

এ ধরণের চাষাবাদ লাভজনক ও অধিক টেকসই বিবেচিত হওয়ায় সম্প্রতি কৃষক/উদ্যোক্তা এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে অগ্রহ দেখাচ্ছেন। এ পদ্ধতিতে যেহেতু কৃষির একাধিক খাত জড়িত, সেহেতু এ ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি (এককালীন) ও দীর্ঘমেয়াদি (কিস্তিভিত্তিক) বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া এলাকাভোগে জমির মূল্য, মজুরিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বিভিন্ন হওয়ার দরকার প্রকল্পের বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে খাণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহ নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে:

১. সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতের পরিমাণ, খানের মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা এবং কর্মসূচি অনুসরণ করতে হবে। এ ধরণের প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনানুযায়ী মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৃষি খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।
২. প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কোনো খাতের নিয়মাচার বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত না থাকলে, ব্যাংকসমূহ নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাপ্তিসম্পদ কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে এ খাতে খানের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
৩. প্রকল্পে বিভিন্ন খাতের খানের পরিমাণ যাচাইপূর্বক সমন্বিতভাবে প্রকল্পে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে।
৪. সামষ্টিকভাবে লাভজনক ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ৩ থেকে ৫টি কম্পোনেন্টের সময়ে গঠিত ছোট/মাঝারি আকারের সমন্বিত প্রকল্পসমূহে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।

### ৩.৬। পল্লী খাণ নীতিমালা

#### ৩.৬.১। গ্রামীণ অর্থায়ন

ব্যাংকসমূহকে কৃষি খাণ ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসংগ্রাম করে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও অ-কৃষি নানাবিধ আআ-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে ব্যাংকসমূহ একক/দলীয় ভিত্তিতে খাণ বিতরণ/বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে শুন্দি ও কুটির শিল্প, যেমন: বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, কামার ও কুমারের কাজ, নৌকা ত্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, কাঠের কাজ, শীতলপাটি বুনন, মুদি দোকান, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির সাথে জড়িত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

### ৩.৬.২। তাঁত শিল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁত শিল্পে খণ্ডের জন্য পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বাস্তিক কৃষি ও পল্লী খণ্ড লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে খণ্ড বিতরণ করে থাকে। অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুরূপভাবে তাঁত শিল্পে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। এছাড়া, ব্যাংকসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁত শিল্পে খণ্ড বিতরণে/বিনিয়োগে অঞ্চলিকার প্রদান করবে।

### ৩.৭। অন্যান্য

#### ৩.৭.১। রেয়াতি সুদ হারে লবণ চাষিদেরকে খণ্ড বিতরণ

বাংলাদেশে খাবার এবং চামড়াজাত শিল্পে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের সাথে প্রচুর ক্ষুদ্র, প্রাণিক ও বর্গাচাষি জড়িত। তারা ঘূর্ণিষাঢ় ও জলোচ্ছাসের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্ঘাগের শিকারের ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে লবণ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে, এরিয়া-এ্যাপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংকের শাখাসমূহ লবণ চাষে কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করবে। প্রকৃত লবণ চাষিকে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষে সরকারি ভৱুকি ব্যবস্থায় ৪% রেয়াতি সুদ হারে একক/গ্রাম ভিত্তিতে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, লবণ চাষি কর্তৃক গৃহীত খণ্ড পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হতে হবে। লবণ চাষের জন্য জমির ভাড়া, পলিথিন ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যয় বিবেচনায় এ বিভাগ কর্তৃক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-৬ এর মাধ্যমে একটি খণ্ড নিয়মাচার প্রণয়ন করা হয়েছে। যে সকল লবণ চাষির নিজস্ব জমি রয়েছে তাদের খণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জমির ভাড়া বাদ দিতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনে স্থানীয় অবস্থাভেদে একর প্রতি লবণ চাষের জন্য খণ্ডের পরিমাণ নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারবে।

#### ৩.৭.২। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে খণ্ড বিতরণ

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব জৈব সার ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। রাসায়নিক সারের পরিবর্তক হিসেবে কেঁচো কম্পোস্ট সার একটি ভাল, সন্তোষজনক বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) এক ধরণের জৈব সার, যা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা শক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করে। পচনশীল গাছ-গাছড়া ও গৃহপালিত প্রাণীর গোবরের মিশ্রণে কেঁচো ছেড়ে দিলে কেঁচো এই মিশ্রণ খেয়ে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তা কেঁচো কম্পোস্ট সার হিসেবে পরিচিত। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংকগুলো পরিশিষ্ট ‘গ’ এর খণ্ড নিয়মাচার অনুযায়ী খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করবে। কেঁচো কম্পোস্ট সারের বাণিজ্যিক উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে এ খাতে ব্যাংকের অর্থায়নের বিপরীতে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট হতে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়।

#### ৩.৭.৩। শস্য-ফসল গুদাম/হিমাগার ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে খণ্ড বিতরণ

শস্য-ফসল কাটা মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ করে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বাধিত হন। পক্ষান্তরে, মধ্যস্থত্বভোগী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে (সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাত/হিমাগারকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে স্বল্প মেয়াদে খণ্ড প্রদান করতে হবে যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে উৎপাদনকারী কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন। সরকারি/সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত গুদাম/হিমাগার প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কৃষি খণ্ড কমিটির উদ্যোগে সংক্ষার করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য-ফসল গুদাম/হিমাগার হিসেবে ব্যবহার করা হলে উক্ত গুদাম/হিমাগারে গুদামজাত/হিমাগারকৃত শস্য-ফসলের বিপরীতে শস্য-ফসল গুদাম/হিমাগার ও বাজারজাতকরণ খাতে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

আলু আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য শস্য। মৌসুমে আলুর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অধিক থাকার ফলে আলুর বাজার মূল্য হাস পায় এবং পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগারের অভাবে উৎপাদিত আলুর একটি বড় অংশ পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে গৃহপর্যায়ে স্বল্প খরচে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আলু সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদণ্ডের সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করছে। গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করার ফেরে আছাই কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। তবে, গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণের প্রকৃত খরচ নির্ধারণে প্রয়োজনবোধে কৃষি বিপণন অধিদণ্ডের সুপারিশ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

### ৩.৭.৮। নার্সারি স্থাপনের জন্য খণ্ড বিতরণ

দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে নার্সারি স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় খণ্ড সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ, এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারী উত্তি, ক্যাকটাস ও অর্কিড চামের জন্যও চাহিদা অনুযায়ী খণ্ড বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে। এসব খাতে খণ্ড প্রদানের জন্য প্রয়োজনে উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই খণ্ডের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করতে পারবে।

### ৩.৮। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতৃত্বাচক প্রভাব মোকাবিলা

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খাতু পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে:

- ক) এলাকাভোগে প্রয়োজনে খণ্ড বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে;
- খ) লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
- গ) জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
- ঘ) খরা প্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
- ঙ) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসলহানি এড়াতে খরার সময় সম্পূরক সোচ প্রদান;
- চ) সোচ কাজের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;
- ছ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/কীটনাশকরণ;
- জ) বৃক্ষ নির্ধন করে বা পাহাড় কেটে প্রস্তুতকৃত জমিতে খণ্ড প্রদানে ব্যাংকসমূহ রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে;
- ঝ) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে বাড়ির ভিটায় ফলমূল, শাক-সবজি চাষ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন ও বাগান উন্নয়ন কার্যক্রমে খণ্ড সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে;
- ঝঃ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিকল্প এবং কৌশলগত চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি (যেমন: লবণাক্ত এলাকায় ধানের পর মুগ ডালের চাষ, পাহাড়ের পাদদেশে সরিষার পর খরিপ-১ মৌসুমে বারিমুগ-৫ চাষ, রোপা আমন ধানের সাথে মসুরের সাথি ফসল চাষ (রিলে ক্রপ), শুক্র অঞ্চলে প্রাইম পদ্ধতিতে মসুর ডাল চাষ) অনুসরণ করার জন্য কৃষকগণকে উৎসাহিতকরণ।

**জলবায়ু পরিবর্তনের নেতৃত্বাচক প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম কতিপয় ফসলের একটি নমুনা তালিকা নিম্নরূপ :**

ক্রমিক নং	ফসল	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের সামর্থ্য/সুবিধা
১।	বারিগম-২১ (শতাব্দী)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
২।	বারিগম-২৩ (বিজয়)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৩।	বারিগম-২৫	পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
৪।	বারিগম-২৬	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৫।	বারিগম ট্রিটিক্যালি-১	খরা সহিষ্ণু এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সহনশীল।
৬।	বারি বার্লি-৮	লবণাক্ততা সহনশীল এবং রোগ বালাই কর।
৭।	রাই-৫ (সরিষা)	খরা ও কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল।
৮।	বারি সরিষা-৭	অলটারনেরিয়া রাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
৯।	বারি সরিষা-৮	অলটারনেরিয়া রাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
১০।	বারি সরিষা-১১	আমন ধান কাটার পর এ জাতটি নাবি জাত হিসাবে সহজে চাষ করা যায়। খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল।
১১।	বারি সরিষা-১৬	খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু। অলটারনেরিয়া রোগ ও অরোবাংকি পরজীবী সহনশীল।
১২।	বারি আলু-১ (ইীরা)	তাপ সহিষ্ণু। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা কিছুটা সহ্য করতে পারে। জাতটি ভাইরাসজনিত রোগ সহনশীল।

১৩।	বারি আলু-২২ (সৈকত)	লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী। ভাইরাসজনিত রোগ সহনশীল।
১৪।	বারি টমেটো-৪	উচ্চ তাপ সহনশীল।
১৫।	বারি টমেটো-৬ (চেতী)	উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৬।	বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)	উচ্চ তাপ ও ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৭।	বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ (গৌম্ফুকালীন)	উচ্চ তাপ সহিষ্ণু গৌম্ফুকালীন সংকর জাত। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৮।	পাট কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) ও ৪	জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু।
১৯।	ইক্ফু-৩৯	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২০।	ইক্ফু-৪০	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২১।	বারি চিনাবাদাম -৯	উচ্চ ফলনশীল ও ঘঞ্জ মেয়াদি।
২২।	বারি আম-৫	উচ্চ ফলনশীল ও আগাম জাত।
২৩।	বারি আম-৬	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমি জাত।
২৪।	বারি আম-৭	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমি জাত।
২৫।	বারি আম-৮	উচ্চ ফলনশীল ও নাবী জাত।
২৬।	বারি লাউ-৩	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৭।	বারি লাউ-৪	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৮।	বারি রাম্বুটান	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।

উপর্যুক্ত ফসলসমূহের মধ্যে যেসব ফসলের খাণ নিয়মাচার বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী খাণ নীতিমালা এবং কর্মসূচিতে নেই, সেসব ফসলের জন্য খাণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ/কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে খাণ নিয়মাচার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

## ৪। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প এবং পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিমসমূহ

### ৪.১। ADB এর অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি ও গ্রামীণ সহায়ক কার্যক্রম

উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট উভর-পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল (অনুচ্ছেদ ৩.১.৭ এ বর্ণিত) উৎপাদনের জন্য ADB এর অর্থায়নে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক উভর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প NCDP এর মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে শেষ হয়। আলোচ্য প্রকল্পে ক্রেডিট কম্পোনেন্ট ২৬ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ প্রায় ২০৩,০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী দুটি wholesale ব্যাংককে বিতরণ করা হয়েছে।

NCDP এর সফলতা বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ADB এর অর্থায়নে SCDP নামে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি এবং বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর wholesale ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাক এনজিও এর মাধ্যমে যোগ্য কৃষকদের মাঝে খাণ বিতরণ করা হচ্ছে। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকল্পটির আওতায় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পাশাপাশি খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলায় খাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মোট ২,০৩,০০০ জন কৃষক এ খাণ সুবিধা পাচ্ছেন। এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করার জন্য বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এবং ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিকে wholesale এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের খাণ প্রদানের জন্য ক্ষুদ্র খাণ প্রদানে অভিজ্ঞ MFI ব্র্যাক কে নির্বাচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পেও উচ্চমূল্য ফসল (অনুচ্ছেদ ৩.১.৭ এ বর্ণিত) চাষের জন্য খাণ প্রদান করা হচ্ছে সেই সাথে উচ্চমূল্য বৃক্ষরোপনের জন্যও এ প্রকল্প হতে খাণ প্রদান করা হচ্ছে।

### ৪.২। JICA এর অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে খাণ সহায়তা কর্মসূচি

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প সুদে জামানতাবিহীন খাণ সহায়তার পাশাপাশি কার্যকর কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমানের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাপান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA এর অর্থায়নে SMAP প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। বিগত ১৬ জুন ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ সরকার এবং JICA এর মধ্যে প্রকল্পটির খাণচুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ উক্ত প্রকল্পের Executing Agency এবং বাংলাদেশ ব্যাংক Implementing Agency হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের আকার ছানীয় মুদ্রায় প্রায় ৮২৩.০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকারি অংশের পরিমাণ ৬৬.৩৫ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয়। এ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রাথমিক কৃষকদের স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা খস্য, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং প্রাণিসম্পদ এ তিনটি খাতে নির্বাচিত MFI সমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপী খণ্ড সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষকগণ বিনামূল্যে কার্যকর কারিগরি সহায়তা পাচ্ছেন। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৮,৪৪,৪৩৫ জন কৃষকের অনুকূলে ১১টি MFI এর মাধ্যমে প্রায় ৫১৬৬.৭২ কোটি টাকা খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৫% হার সুদে MFI সমূহকে অর্থায়ন করছে যা ১৯% ক্রমহাসমান সুদ হারে কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে শেষ হলেও এর তহবিল ২০২৯ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান থাকবে।

#### **৪.৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি খাতে পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিমসমূহ**

##### **৪.৩.১। 'ঘরে ফেরা' বিষয়ক ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম**

কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কর্মজীবী/শ্রমজীবী/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব কর্ম হারানোর কারণে ধারে ফিরে যাওয়ার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম গঠন করে ০৩/০১/২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-০১ জারি করা হয়। স্বল্প পুঁজির ছানীয় ব্যবসা, পরিবহন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি যানবাহন ক্রয়, ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প, মৎস্য চাষ, গরু, ছাগল, হাঁস-মূরগি পালন, তথ্য প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবা উৎসারী কর্মকাণ্ড, বসতবর নির্মাণ/সংস্কার, সবজি ও ফলের বাগান, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফসল বিপণন, ধ্রুবীণ অর্থনৈতিতে গতি সঞ্চার করে এমন কর্মকাণ্ড যেমন ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ধান ভাঙানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এমন ক্ষেত্রে এ ক্ষিমের আওতায় খণ্ড প্রদান করা হচ্ছে। উল্লিখিত খাতসমূহে ক্ষিমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৬% সরল সুদ হারে খণ্ড বিতরণ করবে এবং বিতরণকৃত খাতের বিপরীতে ০.৫% সুদ হারে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা পাবে। ক্ষিমটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এ শেষ হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত এ ক্ষিমের আওতায় ২৮,৬৬৩ জন কৃষক/গ্রাহকের অনুকূলে ৪৩৬.৩২ কোটি টাকা খণ্ড বিতরণ করা হয়।

##### **৪.৩.২। গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম**

দেশে গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম গঠন করে ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-০৫ জারি করা হয়। এ ক্ষিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ/মুনাফা হারে খণ্ড বিতরণ করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহকে ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন করছে। ক্ষিমটির মেয়াদ জুন ২০২৫ এ শেষ হয়। ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত এ ক্ষিমের আওতায় ৬৩,৭৮১ জন কৃষকের অনুকূলে ৬০১.৭৩ কোটি টাকা খণ্ড বিতরণ করা হয়।

##### **৪.৩.৩। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম**

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য এ খাতে স্বল্প সুদ হারে খণ্ড প্রবাহ বজায় রাখার নিমিত্ত ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এর মাধ্যমে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম গঠন করা হয়। এ ক্ষিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ধান চাষ, কন্দাল ফসল চাষ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত শাক-সবজি, ফল ও ফুল চাষ, প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল/ভেড়া/গাঢ়ল পালন, পোলান্টি ও দুধক উৎপাদন খাতে খণ্ড বিতরণ করতে পারবে। ক্ষিমটির আওতায় কৃষক পর্যায়ে খণ্ড বিতরণের সুদ/মুনাফার হার ৪% এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহকে ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন করছে। পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিমটির আওতায় যাতে অধিক সংখ্যক প্রকৃত/প্রাথিক কৃষক সুবিধা পায় সে লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ খাতে একজন গ্রাহকের অনুকূলে নতুন খণ্ড/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে ২১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে সার্কুলার লেটার জারি করা হয়। ক্ষিমটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এ শেষ হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত এ ক্ষিমের আওতায় ২,৮২,৯৯২ জন কৃষকের অনুকূলে ৪,৯২৯.০০ কোটি টাকা খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া, বিগত অর্থবছরে কৃষি খণ্ড বিভাগ কর্তৃক পাট ও দুধক উৎপাদন খাতে পরিচালিত ২টি পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিমের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। পাট খাতে কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্যমূল্যে পাট ক্রয়ের জন্য বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১; তারিখ: ৯ জুন ২০১৪ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলে ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার ১টি পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম গঠন করা হয়। পরবর্তীতে আরো ১০০ (একশত) কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ক্ষিমটি ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। এ ক্ষিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে

ব্যাংক হারে (Bank Rate) পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা পায়। ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭% সুদ হারে খণ্ড প্রদান করে। উল্লেখ্য, জুন ২০২৪ এ ক্ষিমটির মেয়াদ শেষ হয়।

দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুঁড়াদুধ ও দুপ্পজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুর্ঘ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গাভী ক্রয়, লালন পালন এবং কৃতিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গাভী পালনের জন্য ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন ক্ষিম গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে এ ক্ষিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ সমুদয় অর্থ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন করেছে এবং বিতরণকৃত খণ্ডের বিপরীতে সুদ ভর্তুকি প্রদান/পুনর্ভরণ ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

## ৫। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

বিদ্যমান মূল্যস্ফীতির কারণে স্থানীয় কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণের বাজারমূল্যের বিরুপ প্রভাবে কৃষির উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলচ্ছব্দস, লবণাক্ততা, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্ঘাগের কারণে ও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। তবে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল ফসল ও অধিক উৎপাদনশীল মৎস্য চাষাবাদের পাশাপাশি উন্নত জাতের পশুপালন করা হচ্ছে। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা যায় যে, কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষি খণ্ড অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। স্থানীয়ভাবে কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খণ্ড বিভাগ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার আলোকে অধিক উৎপাদনশীল খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে চিহ্নিত করে সহজে ও স্বল্প সুনে পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষি খণ্ড বিতরণ এবং এর সম্বুদ্ধার নিশ্চিত করা হলে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা সামষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

## পরিশিষ্ট 'ক': বার্ষিক কৃষি ও পল্লী খণ নীতিমালা ও কর্মসূচি: খাত/উপখাত

### ১। স্বল্পমেয়াদি খণ

#### ১.১। ফসল খণ

- (ক) রোপা আমন
- (খ) রবি ফসল
  - ১) বোরো
  - ২) গম
  - ৩) আলু
  - ৪) আখ
  - ৫) সরিষা/বাদাম
  - ৬) অন্যান্য রবি ফসল
    - (ডাল, শীতকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।
- গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল
  - ১) আটুশি/বোনা আমন
  - ২) পাট
  - ৩) ভুট্টা
  - ৪) অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল, গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।
- (ঘ) তুলা
- (ঙ) বীজ উৎপাদন
- (চ) অন্যান্য ফসল (আদা, কচু ইত্যাদি)।

#### ১.২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

- (ক) মৎস্য চাষ
- (খ) চিংড়ি চাষ
- (গ) এ্যাকুয়াকালচার
- (ঘ) রেণু উৎপাদন

#### ১.৩। লবণ চাষ

#### ১.৪। অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি কর্মকাণ্ড

#### ১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ

#### ১.৬। বিবিধ।

### ২। দীর্ঘমেয়াদি খণ

#### ২.১। সেচ যন্ত্রপাতি

- ক) গভীর নলকূপ
- খ) অগভীর নলকূপ
- গ) এল এল পি
- ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/ওয়াটার পাম্প/ট্রেডল পাম্প।

#### ২.২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

- ক) হালের গরু/মহিষ
- খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
- ১) গরু মোটাতাজাকরণ
- ২) দুর্ঘ খামার
- ৩) ছাগল/ভেড়ার খামার
- গ) হাঁস/মুরগির খামার (পোলান্টি)
- ঘ) কেঁচো কম্পোস্ট সার।

#### ২.৩। কৃষি যন্ত্রপাতি

- ক) পাওয়ার টিলার
  - খ) ট্রাক্টর
  - গ) ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র
  - ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি
- ২.৪। নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল  
(আনারস, বাটুকুল, ওয়েল পাম ইত্যাদি)।
- ২.৫। পান বরজ।
- ২.৬। মাশরূম চাষ
- ২.৭। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকাণ্ড
- ২.৮। গ্রামীণ পরিবহন (মৌকা, রিক্রা, ভ্যান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি)।
- ২.৯। জলমহাল ব্যবস্থাপনা।

- ২.১০। অন্যান্য মেয়াদি কর্মকাণ্ড [রেশমগুটি উৎপাদন, লাক্ষাগাছ, খয়েরগাছ উৎপাদন, রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ইত্যাদি]।

বি. দ্র.: মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন খাতে দীর্ঘমেয়াদি খণেও বিতরণ করা যাবে।

পরিশিষ্ট-‘খ’: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লী খণ্ড বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	ক্রম.	ব্যাংকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)
ক.	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক		৯	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি.	৫৮০
১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৭,৮০০	১০	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	২০০
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	২,৪২০	১১	আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি.	৪৬৩
৩	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৩	১২	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি.	৩,৪০০
	(i) উপ-সমষ্টি	১০,২২৩	১৩	যমুনা ব্যাংক পিএলসি.	৮০০
			১৪	মার্কেটাইল ব্যাংক পিএলসি.	৬৯০
খ.	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক		১৫	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি.	৬৬১
১	সোনালী ব্যাংক পিএলসি.	১,৬৫০	১৬	ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি.	৫০
২	জনতা ব্যাংক পিএলসি.	৬০০	১৭	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি.	৫৫৬
৩	অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.	৮৪৫	১৮	ওয়ান ব্যাংক পিএলসি.	৪৯৩
৪	রূপালী ব্যাংক পিএলসি.	৫০০	১৯	প্রাইম ব্যাংক পিএলসি.	৭৯৭
৫	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৪০	২০	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি.	৫২৫
৬	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি.	২২	২১	পূর্বালী ব্যাংক পিএলসি.	১,৫১৫
	(ii) উপ-সমষ্টি	৩,৬৫৭	২২	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	৬৪৮
			২৩	চোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	২০
গ.	বিদেশি ব্যাংক		২৪	সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.	৮০০
১	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	৭৫১	২৫	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি.	৮৫৮
২	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড	৩৬	২৬	সিটি ব্যাংক পিএলসি.	১,১০৫
৩	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলেন	১৮৯	২৭	ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি.	৮৮২
৪	সিটি ব্যাংক এন এ	৬০	২৮	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি.	১,২৫৪
৫	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	১৩	২৯	উত্তরা ব্যাংক পিএলসি.	৪৩৮
৬	এইচএসবিসি	৮৬৯	৩০	ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি.	৩০
৭	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	৩০	৩১	এসবিএসি ব্যাংক পিএলসি.	২০০
৮	উরি ব্যাংক	৪৫	৩২	এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি.	৩৭৬
	(iii) উপ-সমষ্টি	১,৫৯৩	৩৩	মেঘনা ব্যাংক পিএলসি.	১৭২
			৩৪	মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি.	১৪৭
ঘ.	বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক		৩৫	এনআরবি ব্যাংক পিএলসি.	১৪২
১	এবি ব্যাংক পিএলসি.	২৫০	৩৬	মধুমতি ব্যাংক পিএলসি.	১০০
২	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	১,০৫৭	৩৭	গ্রোৱাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	২৮
৩	ব্যাংক এশিয়া পিএলসি.	৭১১	৩৮	সৌমাত্র ব্যাংক পিএলসি.	৪৮
৪	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৫	৩৯	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি.	১২৭
৫	ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি.	১,৫০২	৪০	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি.	৪০
৬	ঢাকা ব্যাংক পিএলসি.	৬২৯	৪১	সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি.	২৪
৭	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি.	৯৪৯			
৮	ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি.	১,০৪৫		(iv) উপ-সমষ্টি	২৩,৫২৭

সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা (i + ii + iii + iv) = ৩৯,০০০ (উনচল্লিশ হাজার) কোটি টাকা